আগস্ট ২০১৩, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২০

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

পবিত্র
ঈদ-উল-ফিতর
উপলক্ষে সবাইকে
শুভেচ্ছা।
ঈদ মোবারক!

এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ লাভ

স্মৃতিময় দিনগুলো

বাংলাদেশ ব্যাংকের দু'জন প্রাক্তন কর্মকর্তা মোঃ মোসাদ্দেক আলী বিশ্বাস ও কাজী শহীদুল আলম এবারের পর্বে নানা বিষয় নিয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন

সম্পাদকীয়

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর সমাগত প্রায়। এক মাসের সিয়াম সাধনার পর পবিত্র ঈদের আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে সবাই। ঈদের খুশি সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক, নানা আনন্দে জীবন হয়ে উঠুক সুন্দর। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার সকল পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি রইল অকৃত্রিম শুভেচ্ছা।

ব্যাংক পরিক্রমার 'স্মৃতিময় দিনগুলো' পর্বের এবারের অতিথি মোঃ মোসাদ্দেক আলী বিশ্বাস ও কাজী শহীদুল আলম। দুজনে একই সাথে যোগদান করেছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকে। সুদীর্ঘ ৩৩ বছর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চাকরি শেষে দুজনেই ২০১১ সালে যুগ্ম পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরপ্রাপ্ত এ দুই কর্মকর্তা চাকরি জীবনের প্রায় সম্পূর্ণ সময়ই কাটিয়েছেন খুলনা অফিসে। চাকরি জীবনের শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে ছিল সীমাহীন বন্ধুত্ব। অবসর গ্রহণের পরও সে বন্ধুত্ব অটুট রয়েছে। এবারের পর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন এ দুই কর্মকর্তা একান্তে তাদের কিছু কথা বলেছেন আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদকের সাথে।

বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদানের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলুন -

কাজী শহীদুল আলম ঃ ১৯৭৮ সালে ডেপুটি ম্যানেজার হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে যোগদান করি। আমার প্রথম পোস্টিং ছিল খুলনা অফিসে। চাকরি জীবনের সম্পূর্ণ সময় আমি খুলনা অফিসেই কাটিয়েছি। যোগদানের সময় মনে ছিল অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা। বাংলাদেশ ব্যাংকের উজ্জ্বল ভাবমূর্তিকে বজায় রাখতে সদা সচেষ্ট থাকব এটাই ছিল একমাত্র প্রত্যাশা।

মোঃ মোসাদ্দেক আলী বিশ্বাস ঃ আমিও ১৯৭৮ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে যোগদান করি। সেটা ছিল আমার প্রথম চাকরি। তবে আমার প্রথম পোস্টিং ছিল বগুড়া অফিসে। বগুড়া অফিসে কিছুকাল চাকরির পর আমি খুলনা অফিসে বদলি হয়ে আসি। প্রথম চাকরি তাও আবার দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে। সে সময়কার অনুভূতি আসলে ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তা হিসেবে দেশের মানুষকে সেবা দিতে পারব সেটাই ছিল সে সময়ের সবচেয়ে বড় আনন্দের বিষয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মকালীন কোন বিশেষ স্মৃতি সম্পর্কে বলুন।

কাজী শহীদুল আলম ঃ আমি তখন খুলনা সমবায় সমিতির সেক্রেটারী। খুলনা অফিসে তখন কোন ব্যাংকিং কাউন্টার ছিল না। এর ফলে খুলনা অফিসের কর্মচারীরা লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হতো। সেই সময় ইয়াসীন আলী স্যারের সহায়তায় খুলনা অফিসে প্রথমবারের মতো ব্যাংকিং কাউন্টার খোলা হয়। সেই স্মৃতি আমার মনে আজও অমলিন রয়েছে।

মোঃ মোসাদ্দেক আলী বিশ্বাস ঃ খুলনা অফিসে বিভিন্ন সময় যখন গভর্নর স্যারদের আগমন ঘটত, আমি তাদের সভাগুলো আয়োজনের দায়িত্ব পালন করতাম। সেই সময় ড. ফরাসউদ্দিন, ড. সালেহউদ্দিন স্যারের সাথে আমি কাজ করেছি। বর্তমান গভর্নর ড. আতিউর রহমান স্যারের সাথেও রয়েছে আমার বিশেষ একটি স্মৃতি। খুলনার ফুলতোলার কৃষি ঋণ মেলায় আমার স্যারের পাশে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল।

অবসরে আপনারা কী করছেন ?

কাজী শহীদুল আলম ঃ আমার অবসর সময় কাটে বই পড়ে। ধর্মচর্চা আমার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। আমার দুই ছেলে। বড় ছেলে কানাডা থেকে পিএইচ ডি করে বর্তমানে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছে। ছোট ছেলে এমএস করতে জার্মানি যাচ্ছে। আমার স্ত্রী হোসনে আরা জাহান বাংলাদেশ ব্যাংকের উপ পরিচালক। দীর্ঘদিন খুলনা অফিসে ছিলেন। বর্তমানে তিনি প্রধান কার্যালয়ে এক্সপেডিচার ম্যানেজমেন্ট বিভাগে বদলি হয়েছেন।

(২১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মোঃ মোসাদ্দেক আলী বিশ্বাস

কাজী শহীদুল আলম

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  আজিজা বেগম
  ইন্দ্রাণী হক
  বিশ্বজিত বসাক
- **প্রচ্ছদ**
  মালেক টিপু
- **গ্রাফিক্স**
  মোহাম্মদ আবু তাহের ভূঁইয়া

এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ পেয়েছে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক সংগঠন এগমন্ট গ্রুপের (Egmont Group) সদস্যপদ লাভ করেছে। বর্তমানে ১৩৯টি দেশ এগমন্ট গ্রুপের সদস্য। ৩০ জুন ২০১৩ হতে দক্ষিণ আফ্রিকার সান সিটিতে শুরু হওয়া এগমন্ট গ্রুপের বার্ষিক সাধারণ সভায় গ্রুপভুক্ত সকল দেশের সম্মতিক্রমে বাংলাদেশের সদস্যপদ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের প্রধান আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসানের নেতৃত্বে বিএফআইইউ এর মহাব্যবস্থাপক দেবপ্রসাদ দেবনাথসহ চার সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল এগমন্ট গ্রুপের বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ প্রাপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল। এর ফলে গ্রুপভুক্ত ১৩৯টি দেশের সাথে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের তথ্য আদান-প্রদান করা সহজতর হবে- যা মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ পাওয়ায় ৪ জুলাই ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংকে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে গভর্নর ড. আতিউর রহমান, চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী, ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, চীফ ইকোনোমিস্ট ড. হাসান জামান, নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, বিশ্বের সব দেশের এফআইইউ এর আন্তর্জাতিক ফোরাম এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ লাভ অনেক দিনের কাঙ্ক্ষিত সুখবর। এই গ্রুপের সদস্যপদ না থাকায় আগে অনেক দেশই সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্পর্শকাতর তথ্য বাংলাদেশের সাথে বিনিময় করেনি। তবে এখন এধরনের জটিলতার অবসান হবে। বিশেষ করে এগমন্ট গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদেশের কাছ থেকে স্পর্শকাতর তথ্য আনা যাবে। মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড বাংলাদেশের এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ পাওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা রেখেছে উল্লেখ করে গভর্নর এই দুই দেশকে ধন্যবাদ জানান।

নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান বিএফআইইউ এবং এগমন্ট গ্রুপের কার্যক্রম বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ২০০৮ সালে এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ পাওয়ার জন্য আবেদন করা হয়। কিন্তু মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও সন্ত্রাসবিরোধী আইনের কিছু সংশোধনীর প্রয়োজনে সদস্যপদ পেতে বিলম্ব হয়েছে। এ ছাড়া বিএফআইইউকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতেও কিছুটা সময় লেগেছে।

ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসানকে এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ প্রদান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ব্যাজ পরানো হচ্ছে

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংকের নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স-২০১৩ (১ম ব্যাচ) এর সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান ৪ জুলাই ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হয়। একাডেমীর এ.কে.এন আহমেদ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র বিতরণ করেন ডেপুটি গভর্নর এস.কে.সুর চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ট্রেনিং একাডেমীর নির্বাহী পরিচালক মোঃ আতাউর রহমান।

বিবিটিএ'তে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির সাথে নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালকবৃন্দ

প্রধান অতিথি ডেপুটি গভর্নর এস.কে. সুর চৌধুরী তার বক্তব্যে নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালকদের ব্যাংকের জন্য সম্পদ বলে উল্লেখ করেন। তিনি কর্মকর্তাদের চাকরি জীবনের শুরু থেকেই পেশাদারিত্ব বজায় রেখে কাজ করার আহ্বান জানান। প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন আবদুল্লাহ-আবু-সাকের এবং কামরুন্নাহার।

গার্মেন্টস খাতের উন্নয়নে ১০০ কোটি টাকা দেবে জাইকা

ঝুঁকিপূর্ণ পোশাক কারখানা সংস্কার ও তৈরি পোশাক শিল্পের ঝুঁকিমুক্ত কর্মপরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করতে ১০০ কোটি টাকা ঋণ দিবে জাপান সরকারের আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এসএমই খাতের পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় এটি পরিচালিত হবে। ব্যাংকগুলো ৫ শতাংশ সুদে অর্থ নিয়ে আগ্রহী পোশাক কারখানার উদ্যোক্তাদের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ সুদে ঋণ দিতে পারবে। একজন গ্রহীতা সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবেন। ১১ জুলাই ২০১৩ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জাইকা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান, সম্মানিত অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত শিরো স্যাদোশিমা। বিশেষ অতিথি ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. খন্দকার শওকত হোসেন ও জাইকার বাংলাদেশ প্রধান ড. তাকাও তোদা। এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক সুকোমল সিংহ চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অর্থ

জাইকা প্রতিনিধিদলের সাথে গভর্নর ড. আতিউর রহমান

মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্ম সচিব অরিজিৎ চৌধুরীসহ বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বাংলাদেশ ব্যাংক ও ব্যাংক খাতের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে গভর্নর বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা সংস্কারের জন্য জাইকা তহবিল থেকে মোট খরচের ৯০ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ নেয়া যাবে। তবে সেই অর্থের পরিমাণ ১০ কোটি টাকার বেশি হবে না। পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ'র যেসব সদস্য কারখানায় ১০০ থেকে ২০০০ শ্রমিক কাজ করে সেসব প্রতিষ্ঠান এই অর্থের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তবে ঋণ গ্রহণের আগে জাইকার বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের বিষয়ে যাচাই-বাছাই করবেন। জাইকার প্রতিনিধি প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করে ঋণ সুবিধা দেওয়া হবে। এ প্রকল্পের আওতায় দীর্ঘমেয়াদে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হবে।

জাপানি রাষ্ট্রদূত শিরো স্যাদোশিমা বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে সব সময়ই কাজ করবে জাপান। পোশাক খাতের জন্য এই তহবিলটি পাইলট বেসিসে চালু হলো। এর সফলতার ওপর আরো তহবিল দেয়ার বিষয়টি নির্ভর করবে।

বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ'র পক্ষ থেকেও এই তহবিল চালুর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হয়।

রাজশাহীতে জালনোট প্রতিরোধ বিষয়ক সেমিনার

বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহীর সহযোগিতায় ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম), ঢাকা এর আয়োজনে 'জালনোট প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি' শীর্ষক একটি সেমিনার ১৩ জুন ২০১৩ রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ও বিআইবিএম এর এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান মোঃ আবুল কাসেম। সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন

ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন

ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মোফজ্জল হোসেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহীর মহাব্যবস্থাপক জিন্নাতুল বাকেয়া। তিনি তার প্রবন্ধে জালনোটের বিস্তার প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন পরিকল্পনার ওপর আলোকপাত করেন। সেমিনারের শেষে উন্মুক্ত আলোচনায় ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং জালনোট প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

টাকার ক্রমবিকাশ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সূর্যকে তিনি দেশের সমৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকার সাথে তুলনা করেছেন। সূর্যের আলোকরশ্মি যেমন আলো ও উষ্ণতা ছড়িয়ে সব কিছুর নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে তেমনি একটি দেশের কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নের ওপর কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এছাড়া ম্যুরালের শেষে নৌকা, ছোট ছেলেমেয়েদের উচ্ছল পদচারণা ও পাখিদের বিচরণ শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতিফলন হিসেবে ফুটে উঠেছে। ম্যুরালের সবশেষে দেখা যায় একজন রমণী তার অবসরকে উপভোগ করছে আর একটি শিশু প্রজাপতির পিছনে ছুটছে এবং এর পাশাপাশি একটি পরিবার, কৃষক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা দাঁড়িয়ে আছে একটি বৃক্ষের ন্যায় যা একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজের প্রতিরূপ। এভাবে পুরো জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে ম্যুরালে।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে শিল্পী মুর্তজা বশীর ম্যুরালটিতে কিছু পরিবর্তন আনেন। ম্যুরালে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত শহীদ মিনার, স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের স্মৃতি বিজড়িত জাতীয় স্মৃতি সৌধ ও বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা স্থান পায়।

মুর্তজা বশীরের এই অনন্য ম্যুরালে পাঁচ হাজার বছরের চিত্র ফুটে উঠলেও মূলত এখানে সমাজের অতীত সংস্কৃতি ও ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। এ ধরনের ম্যুরাল এটিই প্রথম যেখানে উজ্জ্বল কমলা রং ব্যবহার করে টাকার ক্রমবিকাশকে ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে এনে চিত্রের মাধ্যমে সবার কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে।

■ *লেখক: তানভীর আহমেদ, এডি, ডিসিপি, প্রধান কার্যালয়*

বাংলাদেশ ব্যাংকের

এক্সিকিউটিভ রিট্রিট অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের ৬ষ্ঠ এক্সিকিউটিভ রিট্রিট ৫ ও ৬ জুলাই ২০১৩ ঢাকার স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। Strategic Planning Workshop: Moving Towards Excellence শিরোনামে দু'দিনব্যাপী এ কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ডেপুটি গভর্নরগণ, নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ এবং সকল মহাব্যবস্থাপক অংশগ্রহণ করেন। এবারের রিট্রিটে প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগ ও শাখা অফিস হতে গৃহীত ফিডব্যাকের ওপর ভিত্তি করে কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০-১৪ এর ওপর একটি সমীক্ষা উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া ব্যাংকিং সুপারভিশন কাঠামো শক্তিশালীকরণে এ যাবৎ গৃহীত ব্যবস্থার আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে বিভিন্ন প্রেজেন্টেশন ও ব্রেকআউট সেশন আয়োজন করা হয়।

দ্বিতীয়দিন ব্যাংকিং খাতে সাম্প্রতিক সংঘটিত অনিয়ম এবং আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা রক্ষায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ওপর পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ও কেইস স্টাডি উপস্থাপন করেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ এবতাদুল ইসলাম, এস. এম. মনিরুজ্জামান এবং মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী। সেশনটি পরিচালনা করেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। তিনি সার্বিক বিষয়ের ওপর দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

পরবর্তীতে সকল নির্বাহী পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক সমন্বয়ে ছয়টি গ্রুপে নির্ধারিত ছয়টি বিষয়ের ওপর ব্রেকআউট সেশন পরিচালনা করেন নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান। Banking Supervision: Emerging challenges and evolving tools শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিএবি সভাপতি ও এনসিসিবিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ নুরুল আমিন, সোনালী ব্যাংক লিঃ এর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ হোসেন এবং ব্যাংকিং সুপারভিশন অ্যাডভাইজার গ্লেন টাসকি। সেশনটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।

এছাড়াও কর্মশালায় বিভিন্ন বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন

দু'দিন ব্যাপী কর্মশালার বিভিন্ন সেশনে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি ও অংশগ্রহণে সমগ্র অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত এবং দিকনির্দেশনামূলক

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান এক্সিকিউটিভ রিট্রিট এর উদ্বোধন করেন। তিনি তার উদ্বোধনী বক্তব্যে আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং সহনীয়মাত্রার মূল্যস্ফীতি বজায় রাখতে বিগত দিনে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্জিত সফলতা ধরে রাখার একটি কার্যকরী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। বিশেষ করে অর্জিত সাফল্যের পাশাপাশি আর্থিক খাতে সম্প্রতি সংঘটিত অনিয়মের ঘটনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কাঠামো পুনর্বিন্যাসের চলমান প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার বিষয়ে গভর্নর সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানের প্রথমদিন বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রীন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. গোলাম সামদানী ফকির। তিনি টীম এপ্রোচ এবং লীডারশীপ বিল্ডিং এর ওপর মনোজ্ঞ সিমুলেশন এক্সারসাইজ ও রোল প্লেয়িং পরিচালনা করেন। সেশন শেষে বিআইবিএম এর মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী এ বিষয়ে তার বিজ্ঞ মতামত ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী, ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা এবং চীফ ইকোনোমিস্ট ড. হাসান জামান। এসপিইউ এর প্রধান হিসেবে রিট্রিট অনুষ্ঠান আয়োজনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আহসান উল্লাহ।

পরিশেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন কাঠামো আরো আধুনিক ও শক্তিশালী করা, সুপারভিশন সংশ্লিষ্ট ডেপুটি গভর্নর, নির্বাহী পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকগণসহ ব্যাংক পরিদর্শকদের সাথে মাসে অন্তত একবার সভার আয়োজন, বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য একটি Comprehensive Communication Policy প্রণয়ন, নিয়মিত ত্রৈমাসিক মহাব্যবস্থাপক সম্মেলন আয়োজন, বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়া, কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতি (PMS) ও পদোন্নতির নীতিমালা যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে একটি মানবিক ও বিশ্বমানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক গড়ে তোলার প্রত্যাশা নিয়ে কর্মশালা সমাপ্ত হয়।

বাংলাদেশের মুদ্রানীতি ও ব্যাংকিং খাত ২০১২-১৩

মোঃ জুলকার নায়েন

একটি দেশের অর্থনীতির গতিধারা অনেকাংশে সরকারের রাজস্ব নীতি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়, যদিও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অন্যান্য ঘটনা ও পরিস্থিতিও এর ওপর নানাভাবে প্রভাব ফেলতে পারে। সরকারের রাজস্ব নীতি যেমন উৎপাদন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে প্রভাবিত করতে পারে, তেমনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি মুদ্রা ও ঋণের প্রবাহ হ্রাসবৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন, বিনিয়োগ, পণ্যের মূল্যস্তর, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার ও লেনদেন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক সাধারণত পলিসি সুদের হার (রেপো, রিভার্স রেপো সুদহার) হ্রাস-বৃদ্ধি করার পাশাপাশি মুদ্রার মজুদকে বা রিজার্ভ মানিকে ব্যবহারিক লক্ষ্য (operating target) হিসেবে গ্রহণ করে। মুদ্রানীতির হাতিয়ার হিসেবে ন্যূনতম নগদ জমা ও তারল্য সংরক্ষণ এবং খোলা বাজার কার্যক্রম (রেপো, রিভার্স রেপো, স্পেশাল রেপো, লিকুইডিটি সাপোর্ট, বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে কেনাবেচা ইত্যাদি) গ্রহণের মাধ্যমে রিজার্ভ মুদ্রাকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বজায় রেখে মধ্যবর্তী লক্ষ্য (intermediate target) হিসেবে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ (M2) এবং বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে উৎপাদন, বিনিয়োগ, বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য এবং মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে থাকে বাংলাদেশ ব্যাংক। এছাড়া ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা, ঋণ শ্রেণিকরণ এবং পুনঃতফসিলের নীতিমালা প্রণয়ন, কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা ইত্যাদির মাধ্যমেও বাংলাদেশ

ব্যাংক ঋণপ্রবাহকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় ও খাতে নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নিয়ে থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতি বছরের জানুয়ারি ও জুলাই মাসে ষান্মাসিক মুদ্রানীতি ঘোষণার মাধ্যমে মুদ্রানীতি বাস্তবায়নে তার অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি আগাম তুলে ধরে। বিগত প্রায় ১০ বছর যাবৎ মুদ্রানীতি ঘোষণার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া, দেশের অভ্যন্তরে এবং বহির্বিশ্বে সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে, সরকারের ঘোষিত বাজেট এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক তার অনুসৃত মুদ্রানীতির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে থাকে। বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব থেকে দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা করার জন্য ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি ছিল অনেকটা সংকুলানমুখী (easy or accommodative monetary policy)। এছাড়া, দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা চাঙ্গা থাকায় এবং সরকারের প্রণোদনামূলক নীতির কারণে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি হার অর্থবছর ২০০৯ থেকে ২০১১ পর্যন্ত গড়ে ৬% বজায় থাকে। কিন্তু অর্থবছর ২০১১-১২ এ বাংলাদেশের অর্থনীতি উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতার কারণে চাপের সম্মুখীন হয়। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি (tight or restrained monetary policy stance) গ্রহণ করে যা ২০১২-১৩ অর্থবছরেও বজায় থাকে।

২০১২-১৩ অর্থবছরের শুরুতে জুলাই-ডিসেম্বর ২০১২ ষান্মাসিকের জন্য মুদ্রানীতির লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয় মুদ্রাস্ফীতির হারকে (বার্ষিক গড় মুদ্রাস্ফীতি জুন'১২ এ ৮.৫৬% ছিল) আরো কমিয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ৭.৫%-এ নামিয়ে আনা; পাশাপাশি ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ কমিয়ে বেসরকারি খাতে পর্যাপ্ত ঋণ প্রাপ্তি (বিশেষ করে কৃষি ও এসএমই খাতে) নিশ্চিত করে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় (৭.২%) উন্নীত করা। এছাড়া, বৈদেশিক খাতে লেনদেনের ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখাও মুদ্রানীতির অন্যতম একটি লক্ষ্য ছিল।

মুদ্রানীতির উল্লিখিত মূল লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য মুদ্রা সরবরাহের এবং ঋণের প্রবৃদ্ধির একটি মধ্যবর্তী লক্ষ্য নির্ধারণ করে মানিটারি প্রোগ্রাম বা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। জুলাই-ডিসেম্বর'১২ ষান্মাসিকে ব্যবহারিক লক্ষ্য হিসেবে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ধরা হয় ১৪.৫%; এছাড়া, মধ্যবর্তী লক্ষ্য হিসেবে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধিকে ১৬.৫% এবং বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৮% বজায় রাখার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

সারণী: মানিটারি প্রোগ্রামিং এর আওতায় মুদ্রা সরবরাহের বিভিন্ন উপাদানের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অবস্থা : ২০১২-১৩

	জুলাই-ডিসেম্বর'১২		জানুয়ারি-জুন'১৩	
	লক্ষ্যমাত্রা প্রবৃদ্ধি (%)	প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ডিসেম্বর'১২	লক্ষ্যমাত্রা প্রবৃদ্ধি (%)	প্রকৃত প্রবৃদ্ধি (মার্চ'১৩ পর্যন্ত)
নিট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি	০.৯	৪৮.৬%	১৪.০	৪৯.৯%
নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি	১৯.০	১৪.১৭%	১৮.৪	১২.৬৩%
অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি	১৮.৬	১৪.৫৫%	১৮.৯	১২.৮২%
সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি	২০.৮	১১.৫%	২০.৩	১৩.১৯%
বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি	১৮.০	১৬.৬%	১৮.৫	১২.৭২%
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি	১৬.৫	১৯.০%	১৭.৭	১৮.১%
রিজার্ভ মানির প্রবৃদ্ধি	১৪.৫	১৫.৬%	১৬.১	১৭.৬৫%

নোট: প্রবৃদ্ধি বলতে বিগত বছরে একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি বুঝানো হয়েছে

জুলাই-ডিসেম্বর'১২ ষান্মাসিকের শেষে দেখা যায় বিগত বছরের তুলনায় রিজার্ভ মুদ্রা এবং ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি ছিল ১৫.৬% এবং ১৯.০% অর্থাৎ রিজার্ভ মুদ্রা এবং ব্যাপক মুদ্রা উভয়ের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কিছুটা বেশি হয়েছে (সারণী দ্রষ্টব্য)। মূলত প্রথম ষান্মাসিকে প্রবাসী আয়ের অন্তঃপ্রবাহ দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় (২২%) এবং আমদানির প্রবৃদ্ধি কম হওয়ায় ব্যাংকিং খাতের নিট বৈদেশিক সম্পদ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক বৃদ্ধি (৪৮.৬%) পায় যার ফলে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তা সত্ত্বেও নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি তথা সরকারি ও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম থাকায় ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে সামান্য বেশি হয়েছে এবং এর ফলে ডিসেম্বর'১২ এর শেষে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ৮.৭৪%-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা গেছে। আলোচ্য ষান্মাসিকে বৈদেশিক খাতে চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত (মার্কিন ডলার ৮৫০ মিলিয়ন) ছিল সন্তোষজনক, টাকার বৈদেশিক বিনিময় হার ছিল স্থিতিশীল এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়ায় ১২.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (চার মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান)।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নীট বৈদেশিক সম্পদ এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ মিলে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ গঠন করে এবং ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের উপাদানসমূহকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না বরং পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করতে পারে। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে রিজার্ভ মানির (যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যালেন্সশীট বা স্থিতিপত্রের অংশ) ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকায় এর হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস নেয়। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক কখনো কখনো পলিসি সুদের হার বাড়ানো-কমানোর মাধ্যমেও রিজার্ভ মানি এবং ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহকে প্রভাবিত করে থাকে।

২০১২-১৩ অর্থবছরের ২য় ষান্মাসিকে (জানুয়ারি-জুন'২০১৩) মুদ্রানীতির দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য প্রায় একই থাকে, তবে রিজার্ভ মুদ্রা এবং ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা কিছুটা বাড়িয়ে যথাক্রমে ১৬.১% এবং ১৭.৭%-এ নির্ধারণ করা হয়। যাহোক, দ্বিতীয় ষান্মাসিকের ১ম ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ'২০১৩) শেষে ব্যাংকিং খাতে বার্ষিক নিট বৈদেশিক সম্পদ মাত্রাতিরিক্ত হারে বৃদ্ধির (প্রায় ৫০%) কারণে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হয় ১৮.১%, যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় সামান্য বেশি। রিজার্ভ মানির প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার (১৬.১%) তুলনায় কিছুটা বেশি হয় (১৭.৬৫%)। নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি ১৩.৪% লক্ষ্যমাত্রার (১৮.৪%) চেয়ে কম ছিল। আবার বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১২.৭২% লক্ষ্যমাত্রার (১৮.৫%) চেয়ে অনেক কম ছিল। ফলে মূল্যস্ফীতির বার্ষিক গড় বৃদ্ধি হার মার্চ'২০১৩ এর শেষে কমে দাঁড়ায় ৮%, যা লক্ষ্যমাত্রার (৭.৫%) অর্জন এর কাছাকাছি। অপরদিকে, বৈদেশিক খাতে প্রবাসীদের রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং আমদানি কমে যাওয়ায় চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায়। এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার হতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বৃদ্ধি করায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে মার্চ'১৩ এর শেষে দাঁড়ায় ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। তবে রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ বিবিধ কারণে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ায় জিডিপি'র বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার জুন'১৩ নাগাদ লক্ষ্যমাত্রার (৭.২%) তুলনায় কমে ৬% এর কিছু বেশি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

২০১২-১৩ অর্থবছরে ব্যাংকিং খাতে ঋণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এবং একে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য ঋণ শ্রেণিকরণ এবং ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের জন্য নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করে। এছাড়া, ব্যাংকিং খাতে জাল-জালিয়াতি রোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরদারি ও তদারকি ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করার ব্যবস্থা নেয়। ফলে আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ বিবিধ কারণে মার্চ'১৩ এর শেষে ব্যাংকিং খাতে মোট শ্রেণিকৃত ঋণের অনুপাত বিগত বছরের একই সময়ে ৬.৫৭% হতে বেড়ে দাঁড়ায় ১১.৯%। ব্যাংকিং খাতে মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত ডিসেম্বর'১১ এ ১১.৩৫% হতে কমে ডিসেম্বর'১২ এ হয় ১০.৪৬%। শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ এবং প্রভিশন বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাংকিং খাতের রিটার্ন অন অ্যাসেট বিগত বছরের একই সময়ে ১.৫৪% হতে কমে হয় ০.৬৪%। তবে ২০১৩ এর জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিকে ব্যাংকগুলোর তারল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কলমানি'র সুদের হার কিছুটা কমে আসে। ব্যাংকিং খাতে কিছু সূচকের আপাত অবনতি ঘটলেও ব্যাংকিং খাতে ঋণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এবং আর্থিক খাতে সম্ভাব্য অস্থিতিশীলতা রোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের দৃঢ় ভূমিকা প্রয়োজন ছিল।

■ *লেখক: ডিজিএম, এফআইসিএসডি, প্রধান কার্যালয়*

উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র

বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া

করতোয়া বিধৌত প্রাচীন পুন্ড্রনগরী হলো বগুড়া। এর উত্তরে মহাস্থানগড়, পূর্বে যমুনা ও করতোয়া নদী অবস্থিত।

ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরুর ইতিহাস

বগুড়াকে বলা হতো শিল্পনগরী। ষাট দশকের শুরুতে এ অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারে ব্যাংকিং খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। উত্তরাঞ্চল এক সময় অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ ছিল; কিন্তু ষাট দশকের শুরু থেকে ক্রমাগত বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকে শিল্প অঞ্চল বগুড়ায়। তৈরি হয় জামিল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, ভান্ডারী গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, বগুড়া মটরস(প্রা:) লি:, জাহেদ মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ, তাজমা সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ, বগুড়া মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ, হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরী, আনোয়ার সোপ ফ্যাক্টরীসহ বেশ কয়েকটি কাপড় কাচা সাবান ফ্যাক্টরী। পাট শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে কাঁচা পাট ক্রয় কেন্দ্র গড়ে ওঠে, ফলে প্রয়োজন হয়ে পড়ে অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শাখা। অর্থাৎ বাণিজ্য প্রসার ও আমদানি রপ্তানির বিষয় পর্যালোচনায় এই অঞ্চলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি শাখা খোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে ১৯৬৪ সালের ১ জানুয়ারি জ্বলেশ্বরীতলা জেলখানার বিপরীতে, পৌরসভা অফিস সংলগ্ন একটি তিনতলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়ার যাত্রা শুরু হয়। বাড়িটির মালিক ছিলেন মরহুম ডা. মো: ইয়াছিন এবং তিনি আমৃত্যু বাংলাদেশ ব্যাংক বগুড়ার ব্যাংক চিকিৎসক ছিলেন।

মহাব্যবস্থাপক মহাঃ নাজিমুদ্দিন

বাংলাদেশ ব্যাংক বগুড়ার প্রথম ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আ: ও: মো: সামছুদ্দোহা। তিনি ৯ মার্চ ১৯৬৪ থেকে ৬ জুন ১৯৬৬ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

বর্তমান মহাব্যবস্থাপক মহাঃ নাজিমুদ্দিন ১৬ অক্টোবর ২০১১ হতে এ অফিসের অফিস প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন।

বর্তমান অফিস

তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রয়াত সাইফুর রহমান বগুড়া শহরের কেন্দ্রস্থলে, শেরপুর রোডে ১৯৮১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি প্রায় ৩.৫০ একর জমির ওপর নতুন আটতলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং বর্তমানে প্রধান ভবন, তিনতলা ও চারতলা অ্যানেক্স ভবনে বগুড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমান অফিসের অনুমোদিত কর্মবল ৫১৯ জন। ৮ জন উপ মহাব্যবস্থাপক পদমর্যাদার কর্মকর্তাসহ মোট নিয়োজিত বর্তমান প্রকৃত কর্মবল ৩৪৬ জন। এই অফিস সরকারি লেনদেন সহ এ অঞ্চলের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোর পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি দৈনন্দিন কাজ করে আসছে। ক্যাশ বিভাগ, ডিপোজিট অ্যাকাউন্টস বিভাগ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও নিজস্ব আয়-ব্যয়ের হিসাবায়ন করে থাকে। বর্তমানে নিকাশ ঘরের ব্যাংক সদস্য সংখ্যা ৩৬। বৈদেশিক মুদ্রানীতি

বিভাগের অধীনে রয়েছে ২৫টি অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক। ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক নওগাঁ, বগুড়া, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট জেলার বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো পরিদর্শন করা হয়।

প্রধান সড়ক থেকে ব্যাংক চত্বরে প্রবেশের সময় চোখে পড়বে প্রধান ভবনের দেয়ালে মনোগ্রামসহ বাংলাদেশ ব্যাংক লেখা এবং রাস্তা সংলগ্ন প্রধান সীমানা প্রাচীরের বাগানের মধ্যে রয়েছে একটি ফোয়ারা ও উত্তর পাশে ফুলের বাগান যা ব্যাংকের সৌন্দর্যকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। মূল ভবনের পিছনের চতুর্থতলা অ্যানেক্স ভবন সংলগ্ন রয়েছে বাগান এবং ভবনের নীচতলায় ক্যান্টিন, পুলিশ ফাঁড়ি, দ্বিতীয় তলায় কল্যাণ শাখা, ডক্টরস চেম্বার, লাইব্রেরি, তৃতীয় তলায় পুরাতন নথিপত্র সংরক্ষণ শাখা, ক্লাব ঘরসহ অন্যান্য সংগঠনের অফিস রুম এবং চতুর্থ তলায় গেস্ট হাউজ।

আবাসন ও বিনোদন ব্যবস্থা

শহরের মালতীনগর এলাকায় ব্যাংকের আবাসিক ভবন রয়েছে যা ব্যাংক থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য বাসের ব্যবস্থা রয়েছে। আবাসিক ভবনের উত্তর ব্লকে রয়েছে তিনটি ভবন যার একটি তিনতলা ও অন্য দুটি পাঁচতলা বিশিষ্ট। আবাসনসহ ভিআইপি গেস্ট হাউজ, গেস্ট হাউজ, ডরমেটরী, মহিলা গেস্ট হাউজ, বিনোদন রুম রয়েছে। দক্ষিণ ব্লকে রয়েছে পাঁচতলা বিশিষ্ট সাতটি ভবন, যা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসিক ভবন এবং রয়েছে বিনোদন কক্ষ। আবাসিক চত্বরে রয়েছে একটি দৃষ্টিনন্দন মসজিদ। বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ড বগুড়া ও অন্যান্য সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিটি জাতীয় দিবসে স্থানীয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও ব্যাংক চত্বরে শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়ায় আধুনিকায়ন

বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য অফিসের মতো বগুড়া অফিসেও অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ডিজিটালাইজেশন শুরু হয়েছে। নিজস্ব সফটওয়্যারের মাধ্যমে এ অফিসের বিভিন্ন বিভাগে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ফলে ব্যাংকের কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে ও স্বচ্ছতা তৈরি হয়েছে। বর্তমানে নিকাশ ঘর, প্রাইজবন্ড ম্যাচিং, সরকারি প্রদান-আদান, সঞ্চয়পত্র, বৈদেশিক লেনদেনের ইএক্সপি ফরম ম্যাচিং, SAP, কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যার দ্বারা আধুনিক ও কম্পিউটারাইজড প্রক্রিয়ায় অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এতে ম্যানুয়াল কাজের পরিধি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সমবায় সমিতি

বাংলাদেশ ব্যাংক বগুড়ায় রয়েছে দু'টি কো-অপারেটিভ সোসাইটি। বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ কনজুমার্স সোসাইটি লিমিটেড। প্রতিষ্ঠান দুটি সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত। ব্যাংকের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ঋণ প্রদান ও ভোগ্যপণ্য বিক্রয়ে এ সমিতি দুটি সেবা প্রদান করে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক

তফসিলি ব্যাংকের সাথে বিভিন্ন সভা, সেমিনারের মাধ্যমে ব্যাংক তদারকির ক্ষেত্রে অফিস যেমন ভূমিকা রাখছে তেমনি ব্যাংকিং সেক্টরে জাল-জালিয়াতি প্রতিরোধেও ব্যবস্থা নিতে পারছে। এসএমই শাখায়

মহাস্থানগড়

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরামর্শ দেবার জন্য একজন কর্মকর্তা নিয়োজিত রয়েছেন। এটি ব্যাংকের সেবার মানকে উন্নত করেছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে রয়েছে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ, যেমন: হিসাব রক্ষণ অফিস, জেলা প্রশাসন অফিস, স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস অফিস ইত্যাদি।

বিখ্যাত ও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন

বগুড়ার অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন মহাস্থানগড়। যার প্রাচীন নাম পৌন্ড্রবর্দ্ধন নগর। তাছাড়া শহরে রয়েছে তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী

নবাববাড়ি

মোহাম্মদ আলীদের নবাববাড়ি, বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বায়তুর রহমান জামে মসজিদ এবং ভ্রাতৃত্ববোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতীক হিসেবে করতোয়া নদী তীরে রয়েছে শাহ্ ফতেহ আলী মাজার ও কালী মন্দির।

প্রধান কার্যালয়ের কাছে প্রত্যাশা

ব্যাংকের কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনে উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র বিবেচনায় অফিসে অনুমোদিত লোকবল অনুযায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা হলে ব্যাংকের কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। এ এলাকায় গরম আবহাওয়ার কারণে মূল ভবনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা গেলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মপরিবেশ উন্নত হবে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় লোকবল বহাল করা হলে আগামীতে বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিস আরও গতিশীল হবে এবং অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

■ *প্রতিবেদক : জয়ন্ত কুমার দেব*
ডিএম, বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া

আর তো পাব না ফিরে...... এই মেঘ এই রোদ্দুর
কাজী ফাতেমা ছবি

অনেক কিছুই হারাই অবহেলায়
সকালের স্নিগ্ধ ঝলমলে রোদ
ঝিরঝিরে হাওয়ায় মিটে, উত্তাপের ক্রোধ।
শিশির ভেজা মাটির ঘ্রাণ,
শক্তির সঞ্চয় আনে প্রাণ;
সবই যেন যাচ্ছে চলে অবেলায়।
লম্বাটে তীক্ষ্ণ মধ্যাহ্নের কিরণ
উদাস মন প্রবল উত্তাপে,
তৃষ্ণায় ঠোঁট থিরথির কাঁপে।
অল্প পানিতে সাঁতার কাটে হাঁসের পাল
ঘোলা পানিতে মাছ ধরার প্রয়াসে জেলে ফেলছে জাল;
সবই অতীতের দুয়ারে, হবে না আর এসবের সাথে মিলন।
দুপুরের ঝাঁঝালো রোদ্দুর, ভরা যৌবনের কথা বলে যায়
বিকেলের পড়ন্ত ধূসর রোদ,
যেনো নিয়ে নিচ্ছে জীবনের সুদ।
মুখের কোমলতা যায় চলে যায়,
ছেড়ে যায় ধীরে ধীরে বিবর্ণ রেখায়
আর তো আসবে না ফিরে কিছুই, হায় হায়।
মন থেকে যায় যে সব ধুয়ে মুছে
দোয়েলের শীষ, কোকিলের কুহু কুহু,
কাশফুলের নরম ছোঁয়া, আসবে না মুহুর্মুহু।
পিনু, মুক্তা, রোবেল, রিপন সবাই হারাবে,
মধ্যাহ্নের তীক্ষ্ণ রোদ যৌবনে, ভুলেও কি কেউ পা মাড়াবে?
দুপুরের ঝাঁঝালো রোদ্দুরে বসে, টক আম খাওয়া মুখে আর না রোচে।
মৌসুম শেষে বিদেশি পাখির মতোন
স্বপ্নরা গেলো উড়ে উড়ে,
মনের সীমান্তের ওপারে।
মৌসুম ফিরে আসবে, পাখিরাও আসবে ফিরে,
মুখরিত হয়ে উঠবে অরণ্য ধীরে ধীরে,
ফিরে আসবে সবই, দোয়েলের শীষ, পাখির গান;
শুধু আসবে না ফিরে তেজোদীপ্ত সেই হারানো যৌবন।

আগস্টের শপথ
এম, এম, ছায়ফুল্লাহ

আগস্ট মানে শঙ্কা আগস্ট মানে ভয়,
আগস্ট যেন বাঙালির কাছে চির বিভীষিকাময়।
আগস্ট মানে বুকের ভিতর নীল কষ্টের ব্যথা,
আগস্ট এলে মনে পড়ে শিশু রাসেলের কথা।
কি দোষ ছিল শিশু রাসেলের কি পাপ ছিল তার,
কিসের জন্য মৃত্যুর কাছে মানতে হলে হার।
অবুঝ রাসেলের চোখের পানি, গলেনি ঘাতকের মন,
তপ্ত বুলেটে ঝাঁঝরা করেছে সকল আপন জন।
আগস্ট মাস শোকের মাস শ্রদ্ধায় করি স্মরণ,
নির্বিচারে হায়নার দল করছে যাদের হরণ।
বৃথা যাবে না শিশু রাসেলের চোখের পানির দাম,
যুগে যুগে জাতি রাখবে মনে এই কালিমার নাম।
আগস্ট মাসে শপথ করি ঘৃণায় দেই গালি,
বাঙালির গায়ে আর কখনো লাগবে না এই কালি।

অভিমান
সাইফুদ্দিন মোহাম্মদ মোস্তফা

শারদীয় আকাশটি হঠাৎ অন্ধকার হয়ে এলো,
কালবৈশাখীর চেয়ে প্রচণ্ড বাতাস ছুটবে যেন,
কেন এমন করলে জানি না, কষ্ট পেলাম
নিবিড় বন্ধনে এগিয়ে নেয়ার পথগুলো বন্ধুর না হয়ে ওঠে,
সে চেষ্টায় ভাবনার অতুলনীয় নির্যাসটুকু
উজাড় করে শুনিয়েছিলাম আলোর পথগুলো খুঁজে নিবে,
ভুল বুঝলে ভীষণভাবে।
ভেবেছিলাম আজীবন ছড়াবে তুমি নিজের আলয়ে,
এমন অভিমান করলে যেন
হৃদয় ছিটকে রক্তক্ষরণে কুড়িয়ে পাওয়া এক অচেনা ঝিনুক
পারলে এভাবে নিজেকে গুটিয়ে নিতে! পারলে করুণা করতে!
মনে হলো সমুদ্রের প্রচণ্ড ঢেউগুলো ফেনিত হয়ে মিশে
যাচ্ছে লবণাক্ত বালুচরে এবং
দখিনা কপাটগুলো আছড়ে পড়লো বিভীষিকার গভীরে।

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা — **সুবলকুমার বণিক**

বাহুল্যদোষ নিয়ে আরও কিছু সমাচার

বাহুল্যদোষ নিয়ে আরও কিছু সমাচার
দুটি লেখে ক্রিয়াপদ অকারণে অনাচার।
ভোলানাথ লেখে, 'আমি করে থাকি এরকম'
কিন্তু এ বাক্যটা মোটে নয় উত্তম।
করে থাকি এই দুটো ক্রিয়ার কী দরকার
শুধু করি লিখে দাও মিটে যাবে দরবার।

[বাক্যে নানাভাবে বাহুল্যদোষ ঘটে। যে শব্দটি লেখার দরকার নেই সেটিও লিখি আমরা। আমরা অবলীলায় লিখি : 'এমনটিই হয়ে থাকে।' অথচ খুব সহজেই লেখা চলে : 'এমনটিই হয়।' ঠিক তেমনিভাবে 'তিনি সাহায্য করে থাকেন' না লিখে লিখতে পারি 'তিনি সাহায্য করেন।' 'তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে থাকেন।' এটি আড়ষ্ট বাক্য। যথাযথ হবে যদি লিখি : 'তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনেন।' লক্ষণীয়, উপরের যে তিনটি বাক্যে আমরা একটিমাত্র ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছি, সেগুলোই সহজ ও স্বচ্ছন্দ। এই ক্রিয়াপদগুলো হচ্ছে 'হয়', 'করেন', 'শোনেন'। তিনটিই সমাপিকা ক্রিয়াপদ। এগুলোকে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ (হয়ে, করে, শুনে) হিসেবে ব্যবহার করে 'থাক্' ধাতুযোগে সমাপিকা ক্রিয়াপদ রচনা করা এবং তার মাধ্যমে বাক্যের সমাপ্তি ঘটানো একেবারেই অর্থহীন। নিচের বাক্যগুলো খেয়াল করুন।

অগ্রহণীয় বাক্য	*গ্রহণীয় বাক্য*
আমি পত্রিকায় লিখে থাকি।	*আমি পত্রিকায় লিখি।*
তিনি মঞ্চে অভিনয় করে থাকেন।	*তিনি মঞ্চে অভিনয় করেন।*
অবসর সময়ে আমি গান শুনে থাকি।	*অবসর সময়ে আমি গান শুনি।*
এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে।	*এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে।*
কচ্ছপ তিনশ বছর বেঁচে থাকে।	*কচ্ছপ তিনশ বছর বাঁচে।]*

সং-সার

নুরুন নাহার

হাতের কাজটা শেষ করে মুখ তুলে চাইতেই নাক বরাবর দেয়াল ঘড়িটার দিকে নজর গেল রুমানার। কখন তিনটা বেজে গেছে খেয়ালই করে উঠতে পারেনি। লাঞ্চ, নামাজ কোনটাই সারা হয়নি এখনও । আগামীকাল ক্রেডিট কমিটির মিটিং এর জন্য চারটা লোন কেইস রেডি করতে হলো। অফিসের ফটোকপি মেশিনটা নষ্ট অনেকদিন ধরে। দেড় লক্ষ টাকার মেশিন সারাই করতে নেবে ৫৫ হাজার টাকা। অফিসের কেউ গা করছে না। তাই মিটিং এর সমস্ত ডকুমেন্টস পরীক্ষা করে ১৫টি সেট তৈরি করার জন্য মাত্রই পিয়নটাকে পাঠালো বাইরে থেকে ফটোকপি করতে। ওয়াশরুমের দিকে পা বাড়াতেই দেখল সেল ফোনটা বেজে উঠেছে। ব্যাগ থেকে ফোনটা বের করে মনিটরে চোখ পড়তেই দেখে– শাহেদের ফোন আর ১৩টা মিসড কল। কলঅন করতেই শাহেদ ঝাঁঝিয়ে উঠল,

– ফোন ধরোনা কেন ?

– একটু ব্যস্ত ছিলাম।

– আমাকে ব্যস্ততা দেখাবে না। একমাত্র তুমিই যেন চাকরি কর, আর মানুষ করে না।

– বুঝনা কেন, কালকে ক্রেডিট কমিটির মিটিংয়ে আমার চারটা লোন কেইস যাবে। এগুলোর প্রজেক্ট অ্যাপ্রাইজাল, সিআরজি, সিআইবি রিপোর্ট হাবিজাবি পেপার পরীক্ষা করা, সিরিয়াল করা মেলা হ্যাপা।

– যাকগে, কেন ফোন করেছিলে ? রুমানা প্রশ্ন করে শাহেদকে।

এবার শাহেদও কিছুটা শান্ত হয়ে বলে,

– কাল বিনি খালা আমাদের বাসায় খাবে। মা আরও সব খালাদের বলেছে। ধরো ২০-২৫ জন হবে। তুমি কালকে ছুটি নাও। আমি আর একটু পরে বেরিয়ে যাব বাজার করতে, বলে শাহেদ ফোনটা ছাড়ার উপক্রম করতেই রুমানা তড়িঘড়ি করে বলে ওঠে,

– কালকে ছুটি কিভাবে সম্ভব? তোমায় বললাম না কালকে ক্রেডিট কমিটির মিটিং। মিটিং এর সময় সীট থেকে নড়ার উপায় নেই। কখন কি দরকারে ডাক পড়ে। প্লীজ তুমি ডেটটা শিফ্‌ট এর চেষ্টা কর।

– সে হবার নয়, বিনি খালা পরশু ফ্লাইটে ইউকে ফিরে যাচ্ছে।

– তাহলে বাইরে ভাল কোন রেস্তোরাঁয় খাইয়ে দাও।

– তোমার কি মাথা খারাপ ? ৪-৫ বছর পর খালা দেশে আসেন। তাকে নিজের বাসায় ভাল-মন্দ কিছু রেঁধে না খাইয়ে রেস্তোরাঁয় খাওয়াবো- এমন ফরমালিটি আমি করতে পারবো না। তাছাড়া তোমার প্যানপ্যানানিতে গত মাসে গ্রীন রোডে সব ঝেড়ে ঝুড়ে ফ্ল্যাটটা বুকিং দিলাম। মনে নেই তোমার ? এখন সব মিলিয়ে ৩০ জনের মতো বাইরে খাওয়ার বাড়তি টাকা কোথায়, বলো আমাকে। এমাসে ডিপিএস দু'টার টাকা এখনও জমা করিনি। তাই দিয়েই বাজার করবো। আগামী মাস ফাইনসহ জমা দিতে হবে। বলে শাহেদ ফোনটা ছেড়ে দেয়। আর রুমানা ওয়াশরুমে যাবার পরিবর্তে আবার সীটে ধপাস করে বসে পড়ে।

ক্ষিদেতো এমনিই মরে গিয়েছিল। এখন ক্ষুধা, তৃষ্ণা সব উবে গিয়ে মাথাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। ও ফেমিনিস্ট নয়। তবে মেয়েদের আত্মসম্মানবোধ, অধিকার এগুলোর প্রতি ওর জোরালো সমর্থন আছে। ও যেমন ওর সংসারটাকে ভালবাসে, তেমনি কাজের জায়গাটাও ওর খুব প্রিয়। সেই ছোটবেলা থেকে বাবার কাছে শুনে শুনে বড় হয়েছে, যখন যা করবে মন দিয়ে করবে, বিষয়টার সাথে ইনভলবড হবে। তাই জীবনে কোনকিছুই সে হেলাফেলা করে করতে পারে না। বিনি খালা শাশুড়িমা'র খালাতো বোন। তার নিজের বোনসহ এই রকম তুতো বোন রয়েছে জনা পঁচিশেক। শাশুড়ি মা এদের সবাইকে নিয়ে একসাথে হইহুল্লোড় করতে খুব ভালোবাসেন। আর বিনি খালা বাইরে থেকে এলে তা যেন আরও দ্বিগুণ মাত্রা পায়। রুমানা এতে দোষের কিছুই দেখেনা । সে যে একটা কাজ করে– সেখানে যে তার একটা রেসপনসিবিলিটি আছে তা যেন কেউ আমলেই নেয়না।

বেশ কিছুটা সময় এভাবে কেটে যায়। একসময় রুমানা গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। কালকেরটা কালকে ভাবা যাবে। তবে মনে মনে সে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে– তার রিমঝিম সোনাকে সে কক্ষনো এইরকম বড় সংসারে বিয়ে দেবে না।

■ *লেখক: ডিজিএম, এফইআইডি, প্রধান কার্যালয়*

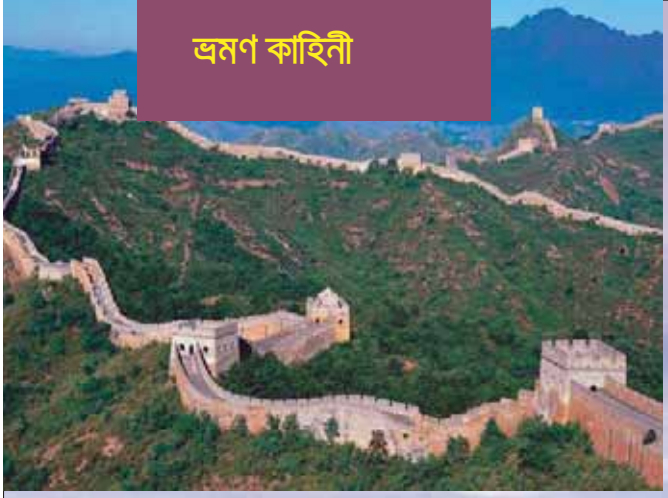

বিশ্বের বিস্ময়

গ্রেট ওয়াল

আলাউদ্দিন আল আজাদ

ভ্রমণের নেশা আমার আজন্ম। সেই নেশার টানে ছুটে চলেছি চীনের উদ্দেশে। আমার অনুজ তখন বেইজিংয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসে ডেপুটি হাই কমিশনার হিসেবে কর্মরত। তার আমন্ত্রণেই চীন ভ্রমণ। চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের সুপরিসর বিমানযোগে এক শুভদিনে চীনের সীমান্ত শহর কুনমিন পৌঁছলাম। কুনমিন চির বসন্তের শহর। যেখানে শীত-গ্রীষ্মের কোন আধিক্য নেই। এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে যেদিকে তাকাই দেখি চারিদিকে রং বেরংয়ের হাজার হাজার ফুল ফুটে আছে। মৃদুমন্দ হাওয়ায় ফুলগুলো দোল খাচ্ছে, চারিদিকে সৌরভ ছড়াচ্ছে। সে এক অনির্বচনীয় দৃশ্য। যা থেকে চোখ ফেরানো যায়না। ইমিগ্রেশন শেষ করে বাইরে আসতেই চোখে পড়ল কুনমিনে গেস্ট হাউজের ব্যবসা করেন এমন দুজন বাংলাদেশী যুবক। বুকে 'আজাদ ভাই' স্টিকার। পরিচয় দিতেই হাসিমুখে বরণ করে দ্রুত গাড়িতে গেস্ট হাউজে নিয়ে গেলেন। দুই দিন কুনমিন বেড়ালাম এবার বেইজিং এর উদ্দেশে যাত্রা। ভ্রমণ পথের সৌন্দর্য দেখতে, ঢাকা থেকে সরাসরি বিমানে বেইজিং না গিয়ে চীনের সীমান্ত শহর কুনমিন থেকে রেলপথে বেইজিং যাবার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিলাম। বিমান ভাড়ার প্রায় সমান হওয়া সত্ত্বেও ৪ ঘন্টার পথ রেলযোগে পাড়ি দিতে সময় লাগল ৪০ ঘন্টা। তবে চীনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দেখার যে সুযোগ পেলাম তার প্রাপ্তি ৪০ ঘন্টার দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তির চেয়ে অনেক বেশি। বেইজিং পৌঁছে বেশ কয়েকদিন বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করে সময় অতিবাহিত করলেও সারাক্ষণ মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল কখন দেখব গ্রেট ওয়াল বা মহাপ্রাচীর। অবশেষে এলো সেই বহু প্রত্যাশিত এবং স্বপ্ন পূরণের দিন। ছোট ভাই আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, চিন্তার কোন কারণ নেই, পুরো একটি দিন আমরা গ্রেট ওয়াল দর্শনে ব্যয় করব। প্রবল আগ্রহ এবং সেই সাথে উত্তেজনা নিয়ে চলেছি গ্রেট ওয়াল দর্শনে। বহু দিনের লালিত স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে জেনে সারা দেহ-মনে এক অজানা শিহরণ। মনে পড়ে এর আগে তাজমহল, অজন্তা-ইলোরা গুহা, মথুরা-বৃন্দাবন, স্পেনের সাগ্রা দি ফ্যামিলিয়া এবং নায়েগ্রা জলপ্রপাত দেখার সময় এমন উত্তেজনা অনুভূত হয়েছিল। আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল শহর ছাড়িয়ে সবুজ অরণ্যে ছাওয়া সুউচ্চ পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে। বেইজিং শহর থেকে ৪০ কি.মি. দূরের গ্রেট ওয়ালে আমরা পৌঁছে গেলাম মাত্র ৩০ মিনিটে। জানা দরকার যে, ১০টি পয়েন্ট বা প্রবেশপথ দিয়ে গ্রেট ওয়ালে প্রবেশ করা যায়। প্রত্যেকটি প্রবেশ পথের আলাদা নাম আছে। আমরা যে প্রবেশ পথ দিয়ে গ্রেট ওয়ালে উঠেছিলাম তার নাম বাদালিং (Badaling), যা বেইজিং শহর থেকে সবচেয়ে কাছে।

গ্রেট ওয়াল বা মহাপ্রাচীর। মানুষের তৈরি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্থাপনা এবং প্রাচীন সপ্তাশ্চর্যের একটি। বহিঃশত্রুর আক্রমণ, বিশেষ করে মঙ্গোলীয় দস্যুদের আক্রমণ থেকে চীন সাম্রাজ্যকে রক্ষা, দুর্গম পাহাড়ি পথ দিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পণ্য

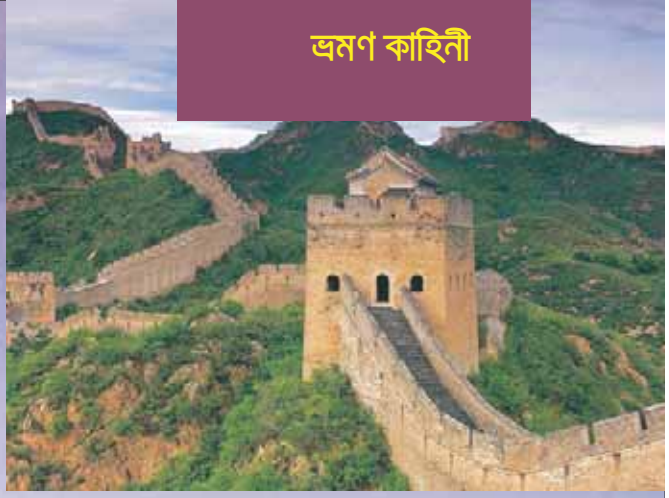

সরবরাহ এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য পূর্ব-পশ্চিম বরাবর উত্তর সীমান্ত জুড়ে এই বিস্ময়কর মহা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। গাড়ি থেকে নেমেই দ্রুত উঠতে শুরু করলাম গ্রেট ওয়ালে। এক নাগাড়ে কমপক্ষে ৫০টি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে কোন ক্লান্তি অনুভব করিনি। দেখলাম, হাজার হাজার পর্যটকের ভিড়ে পুরো এলাকা পরিণত হয়েছে এক মহামিলন স্থলে। এর বিশালত্ব এবং নির্মাণ কৌশল দেখে আমি অভিভূত।

গ্রেট ওয়াল নির্মিত হয় তিনটি পর্যায়ে। ধারণা করা হয়, জিং সাম্রাজ্যের সময় খ্রিস্টপূর্ব ২২১-২০৭ এর মধ্যে গ্রেট ওয়াল নির্মাণ কাজের সূচনা হয়েছিল। এর দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় হান সাম্রাজ্যের সময় খ্রিস্টপূর্ব ২০৫-১২৭ এর মধ্যে এবং তৃতীয় ও মূল কাজ শুরু হয় মিং সম্রাটদের আমলে। প্রথম দিকে বিক্ষিপ্তভাবে একাধিক প্রাচীর নির্মাণ করা হলেও মিং সম্রাটদের শাসনামলে এর পরিপূর্ণতা পায়। বিভিন্ন মিং সম্রাট ১৩৬৮-১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিচ্ছিন্ন সব প্রাচীরকে একসাথে সংযুক্ত করেন যার নাম হয় গ্রেট ওয়াল। মূল গ্রেট ওয়ালের দৈর্ঘ্য ৮৮৫০ কি.মি. এবং এর শাখা-প্রশাখা মিলিয়ে মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২১১৯৬ কি.মি.। তবে ভূমি ক্ষয়, নদী ভাঙ্গন, পাহাড় ধস, ভূমিকম্প ইত্যাদি কারণে এর কিছু অংশ বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও অদৃশ্য হয়ে গেছে। গ্রেট ওয়ালের নির্দিষ্ট দূরত্বে নির্মিত হয় ওয়াচ টাওয়ার, ব্যারাক, গ্যারিসন স্টেশন, বিশ্রামাগার। একে প্রাচীর বলা হলেও নির্মাণ কৌশল এমনই যে, গ্রেট ওয়াল দুর্গ হিসেবেও কাজ করেছে। গ্রেট ওয়াল নির্মাণে পাথর, চুন-সুরকি, পোড়ামাটি, ইট, কাঠ, লোহা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে। এর প্রথম পর্বের নির্মাণ কাজে পাঁচ লক্ষ শ্রমিক ৩২ বছর কাজ করেছিল বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। পরবর্তীতে এর সংখ্যা এবং সময় আরো অনেক বেশি লেগেছিল। গ্রেট ওয়াল নির্মাণে সেনাবাহিনী, কয়েদি, ক্রীতদাস, শ্রমিক এবং জনসাধারণ সকলকে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। গ্রেট ওয়াল নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে হাজার হাজার শ্রমিকের করুণ মৃত্যুর পরও কোন সম্রাট নির্মাণ কাজ থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেননি। গ্রেট ওয়ালের গড় উচ্চতা ২৬ ফুট এবং সর্বোচ্চ উচ্চতা ৩০ ফুট এবং প্রশস্ততা গড়ে ২০ ফুট এবং সর্বোচ্চ ২৫ ফুট। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, গ্রেট ওয়ালের স্থাপনা সমতল থেকে হঠাৎ ওপরে উঠতে উঠতে ৫০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেল, আবার নিচে নামতে নামতে সমতলে এসে চলে গেল নদীর ওপর দিয়ে। সেই যুগে লক্ষ লক্ষ টন নির্মাণ সামগ্রী এতো ওপরে কীভাবে উঠানো হলো তা ভাবলে বিস্ময়ের সীমা থাকেনা। আধুনিক যুগেও লক্ষ লক্ষ টন নির্মাণ সামগ্রী এতো ওপরে এবং দুর্গম স্থানে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। ছোটবেলা থেকেই বই-পুস্তকে এবং লোকমুখে গ্রেট ওয়াল সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। এর ওপর দিয়ে ১০টি ঘোড়া অনায়াসে দৌড়াতে পারে এমন প্রচলিত কথা আমার কাছে অতিরঞ্জিত মনে হয়েছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সূত্র দাবী করেছেন যে, গ্রেট ওয়াল পৃথিবীর একমাত্র বস্তু যা চাঁদ থেকে খালি চোখে দেখা যায়। এ ধারণা সত্যি নয়। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, একজন মানুষ ২ মাইল বা ৩.২ কিমি. ওপরে উঠলে তার কাছে নিচের সব বস্তু অদৃশ্য হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে পৃথিবী থেকে ৩,৮৪,৩৯৩ কিমি. দূরের চাঁদ দেখা যাওয়া সম্পূর্ণ অবাস্তব। কোন কোন চীনা বিশেষজ্ঞ এও প্রচার করেন যে, পৃথিবী পৃষ্ঠের ১০০ মাইল বা ১৬০ কি.মি. দূর থেকে খালি চোখে গ্রেট ওয়াল দেখা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, পৃথিবীতে মানুষের তৈরি এমন কোন বস্তু বা স্থাপনা নেই যা এতো দূর থেকে দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, ১৬০ কি.মি. দূর থেকে গ্রেট ওয়াল খালি চোখে দেখতে হলে মানুষের দৃষ্টিশক্তি সাধারণ দৃষ্টি ক্ষমতা থেকে সাত গুণ বেশি থাকতে হবে।

চীনারা গ্রেট ওয়াল নিয়ে প্রচণ্ড গর্ববোধ করেন। তাদের প্রতিটি আবেগ-অনুভূতির সাথে গ্রেট ওয়াল ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। গ্রেট ওয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে বিভিন্নজনের সাথে আলাপ করে আমার কাছে তা'ই মনে হয়েছে। এ জন্য হয়তো গ্রেট ওয়াল নিয়ে কিছু অতিরঞ্জিত তথ্য তারা বিভিন্ন সময়ে প্রচার করেছেন। গ্রেট ওয়াল দিয়েই চীনারা বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করেছেন। এ জন্য চীনের শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে গ্রেট ওয়াল। গ্রেট ওয়ালের ওপরে এবং আশেপাশে অনেক প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল ক্যামেরা, স্ক্যানার, লেমিনেটিং মেশিন নিয়ে বসে আছে। তাৎক্ষণিকভাবে ছবি তুলে তারা গ্রেট ওয়াল আরোহণের প্রমাণপত্র প্রদান করে। আমিও দুটি প্রমাণপত্র সংগ্রহ করলাম। প্রমাণপত্রে আমার ছবি, নাম, ঠিকানা, স্বাক্ষর, গ্রেট ওয়াল আরোহণের তারিখ ও সময় উল্লেখ আছে। গ্রেট ওয়াল সম্পর্কে যত কথাই লোকমুখে প্রচলিত থাকুক না কেন, গ্রেট ওয়াল যে বিশ্বের বিস্ময় এ তথ্যের এখন পর্যন্ত কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

■ *লেখক: জেডি, ডিবিআই-৩*
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়

উইন্ডোজ ৭ এ ডেস্কটপের আইকন হারিয়ে গেলে ফিরিয়ে আনার পদ্ধতি

মোঃ ইকরামুল কবীর

আমরা অনেক সময় আমাদের ডেস্কটপের আইকন হারিয়ে গেছে বলে বিচলিত হয়ে পড়ি। একবার নিচের পদ্ধতিটি প্র্যাকটিস করে রাখলে এ ধরনের সমস্যা আমরা নিজেরাই সমাধান করতে পারব:

ডেস্কটপের ওপর মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করুন, এরপর view show desktop icon এর বাম পাশের বক্সে টিক চিহ্ন দিন। তাহলেই আপনি আবার পূর্বের ডেস্কটপ ফিরে পাবেন।
চিত্র নিম্নরূপ:

ওপরের পদ্ধতিটি জানা থাকলে আপনি আপনার ডেস্কটপ এর ডাটা লুকিয়ে রাখতে পারবেন। তাছাড়াও অনেক সময় ছোট ছেলেমেয়ে যারা কম্পিউটার ব্যাবহার করতে গিয়ে ডাটা মুছে ফেলে, তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত ডাটা মুছে ফেলা হতে ডেস্কটপকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে।

লেখক: সহকারী মেইনটিন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (এডি),
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
ই মেইলঃ kabir.ekramul@bb.org.bd

জালনোট প্রতিরোধে বিশেষ সতর্কতা

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর এর আগে জাল চক্রের সদস্যরা কোনোভাবে যেন জালনোট ছাড়তে না পারে এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে সব বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসকে এ বিষয়ে তৎপর থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি জালনোটের বিস্তার ঠেকাতে সহযোগিতা চেয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীকে চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এছাড়া সারাদেশে ব্যাংক, পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসন সমন্বয়ে গঠিত জালনোট প্রতিরোধ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটিকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

শোক দিবস উপলক্ষে সাহিত্য প্রতিযোগিতা

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস'২০১৩ উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম কমান্ড এক সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের সন্তানেরা এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রতিযোগিতার বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

১. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমূলক গল্প (২৫০০ শব্দের মধ্যে)- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য।
২. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা - কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য।
৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জাতির পিতা- (১০০০ শব্দের মধ্যে)- সন্তানদের জন্য (স্কুল পর্যায়)।
৪. চিত্রাঙ্কন–
ক গ্রুপ (১ম-৫ম শ্রেণি), বিষয়: পালতোলা নৌকার দৃশ্য।
খ গ্রুপ (৬ষ্ঠ -১০ম শ্রেণি), বিষয় : মুক্তিযুদ্ধের দৃশ্য।

লেখা ও ছবি আগামী ১৩ আগস্ট ২০১৩ তারিখের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে হবে: মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম কমান্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা অথবা
ই-মেইল: shakhaabb@gmail.com

তারিখ পুনর্নির্ধারণ

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সমবায় সমিতি লিঃ ঢাকা কর্তৃক ইস্যুকৃত কিছু শেয়ার সার্টিফিকেটে গ্রাহকের অংশে উল্লিখিত শেয়ার সংখ্যা এবং এর বিপরীতে টাকার পরিমাণের সাথে সার্টিফিকেটের মুড়ি/সমিতিতে রক্ষিত নথিতে উল্লিখিত শেয়ার সংখ্যা এবং টাকার পরিমাণের মধ্যে গরমিল পরিলক্ষিত হওয়ার গত বছর (২০১২) এর সঠিকতা যাচাই করার জন্য সকল সদস্যকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। তবে কিছুসংখ্যক সদস্য এখনো আপত্তি/অভিযোগপত্র জমা দিয়ে তা বিবেচনার অনুরোধ জানানোয় বিশেষ বিবেচনায় আগামী ৩০ আগস্ট ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত আপত্তি/অভিযোগপত্র জমা দেয়ার সময় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোন প্রকার আপত্তি/অভিযোগপত্র জমা না দিলে সমিতিতে রক্ষিত শেয়ার সংখ্যা এবং এর বিপরীতে টাকার পরিমাণ সঠিক বলে গণ্য করা হবে এবং নির্ধারিত তারিখের পরে আর কোন আপত্তি/অভিযোগপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

২০১৩ সালে এসএসসিতে জিপিএ-৫

যাহিন ওয়াহাব
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ, ইংরেজি মাধ্যম)

মাতা: নিলুফার দেওয়ান
পিতা: মোহাম্মদ খুরশীদ ওয়াহাব
(ডিজিএম, রাজশাহী অফিস)

মোছাঃ উম্মে কুলসুম
পুলিশ লাইন হাই স্কুল, বগুড়া (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোছাঃ নিলুফা ইয়াছমিন
পিতা: মোঃ আবুল কালাম আজাদ
(এএম (ক্যাশ), বগুড়া অফিস)

আফিফ আল্লাহ্‌মা ফারাবী
ব্লু বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট

মাতা: মিলা চৌধুরী
পিতা: মোঃ সাফিউল আলম
(ডিডি, সিলেট অফিস)

দোদুল শাহরিয়ার সাগর
রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোছাঃ খাদিজা খাতুন
পিতা: মোঃ অহিদুল ইসলাম
(এডি, রাজশাহী অফিস)

হাসান সরোয়ার সৈকত
রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোছাঃ খাদিজা খাতুন
পিতা: মোঃ অহিদুল ইসলাম
(এডি, রাজশাহী অফিস)

মোঃ জিয়াউল হক আলভী
সানার পাড় শেখ মর্তুজা আলী উচ্চ বিদ্যালয় (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: ফাতেমা আক্তার
পিতা: মোঃ সিরাজুল হক
(ডিএম (ইস্যু), মতিঝিল অফিস)

> তার সার্বক্ষণিক ভয়, কোথাও কাজের কোন ত্রুটি থেকে গেল কি-না!

রেখা বেগম

পরিচ্ছন্ন কর্মী

আমরা যারা প্রতিদিন সকালে অফিসে এসে, টেবিল চেয়ার ফ্লোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সবকিছু সুন্দর দেখি- তার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে উদয়াস্ত কাজ করেন একদল পরিচ্ছন্ন কর্মী। রেখা বেগম তাদের অন্যতম। কাজের ব্যস্ততার মাঝে রেখা বেগমের সাথে কথা হলো। সারা চোখে মুখে ক্লান্তির চিহ্ন। সুপারভাইজারের তাড়া, জীবনের নানা হিসাবের গরমিল, স্বামী, সংসার আর সন্তানের চেয়েও তার কাছে চাকরিটাই মুখ্য। জীবনে নানা সমস্যা আর টানাপোড়েনের মাঝেও একটি তৃপ্তি রেখা বেগমের- মাস শেষে বেতন। বর্তমান বাজারে তা যত যৎসামান্যই হোক- তা যেন এক বিশাল ভরসা। রেখা বেগমের ধারণা তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরি করছেন। তা কিন্তু নয়। বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিচ্ছন্ন করার কাজে সহায়তার জন্য যে কোম্পানি কন্ট্রাক্ট নিয়েছে, তিনি সে কোম্পানির একজন। যেদিন আসতে পারবেন না সেদিন বেতন পাবেন না। মন-প্রাণ দিয়ে কাজ করেন। তার সার্বক্ষণিক ভয়, কোথাও কাজের কোন ত্রুটি থেকে গেল কি-না!

রিক্সাচালক স্বামী বাদশা আর চার কন্যার সংসার। ধলপুরে কোনরকমে ২৫০০ টাকায় মাথা গোঁজার ঠাঁই। পুত্র নেই বলে চোখের কোণে একটু চিকচিক করে ওঠে দুঃখ। বড় মেয়ে সাথী এসএসসি পড়ছে। মেয়েকে পড়ানোর অনেক ইচ্ছা আছে তার। যতদূর পড়তে চায় পড়াবে। সংসারের টানাপোড়েনে হাল ধরেছে মেজ মেয়ে বিথী। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে স্কুল বন্ধ। ধার-কর্জ করে ৬০০০ টাকা দিয়ে মেয়েকে একটি সেলাই মেশিন কিনে দিয়েছেন রেখা। পাড়া-প্রতিবেশীদের জামা কাপড় সেলাই করে। যা পায় সংসারের কাজে খরচ করে। পাঁচ বছরের ছোট দুই জমজ বীণা ও কণা'র দায়দায়িত্বও বিথীর ওপর। মা বাবা যান কর্মস্থলে, ফলে পুরো সংসারটাই বিথী দেখে।

গোপালগঞ্জের আরপাড়া গ্রামের রেখা বেগমের অভাব পরিবারের সবার উদয়াস্ত পরিশ্রমেও ঘোচেনা। সংসারের চিন্তার চেয়ে চাকরির চিন্তাটাই বড় এখন। ভোর চারটায় ঘুম থেকে উঠে তাকে সব কাজ শেষ করে বাংলাদেশ ব্যাংকে সকাল সাতটার মধ্যে হাজির থাকতে হবে। কাজ করতে হবে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত।

তবুও দিন চলে যায় রেখা বেগমের। অন্তরালের কর্মী হিসেবে তার খবর কয়জনই বা রাখে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণে উদ্যোগ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কাস্টমার সার্ভিস

সরদার আল এমরান

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক হচ্ছে এদেশের অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক, তত্ত্বাবধায়ক ও অভিভাবক। ব্যাংক আমানতকারীদের অর্থ নিয়ে বাণিজ্য করে। তাই ব্যাংক একটি স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠান। কাজেই ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক, তত্ত্বাবধায়ক ও অভিভাবক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বা লক্ষ্য রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি লক্ষ্য হলো ব্যাংকিং সেক্টরে প্রত্যাশিত মাত্রায় আর্থিক স্থিতিশীলতা (Financial Stability), আর্থিক শৃঙ্খলা (Financial Discipline) এবং আর্থিক স্বচ্ছতা (Financial Integrity) অর্জন করা তথা বজায় রাখা। এছাড়া আধুনিক মুক্তবাজার ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে ভোক্তা সন্তুষ্টিই যেমন মূল লক্ষ্য তেমনি ব্যাংকের গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ তথা গ্রাহক সন্তুষ্টিই হচ্ছে ব্যাংকিং খাতের অন্যতম লক্ষ্য। সহজ কথায় গ্রাহকদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করাই ব্যাংকের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে গ্রাহকদের জন্য দ্রুততা ও উৎকৃষ্টতার সাথে আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারিত বা সহজলভ্য করা এবং ব্যাংকিং সেবায় দীর্ঘসূত্রিতা, হয়রানি দূর করা তথা গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা বাংলাদেশ ব্যাংকের নৈতিক দায়িত্ব। এ চেতনাকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নরের উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রথমে ক্ষুদ্র পরিসরে বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিল্যান্স বিভাগের অধীনে ১৬ মার্চ, ২০১১ তারিখে হেল্প ডেস্ক নামে, পরে ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে হেল্প ডেস্ক নাম পরিবর্তন করে গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র নামে এবং সবশেষে ২৫ জুলাই, ২০১২ তারিখে নতুন করে ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট গঠন করে তার অধীনে একটু বৃহৎ পরিসরে কাস্টমার সার্ভিসেস ডিভিশন নামে একটি উপ বিভাগ খোলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কাস্টমার সার্ভিসের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে অনেকের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু গ্রাহকরা যখন দিশেহারা হয়েছে যে, তারা কোন ধরনের অভিযোগ কোন বিভাগে পাঠাবে, কোথায় তারা প্রতিকার পাবে, কোথায় প্রয়োজনীয় তথ্য (FAQ) ও সহযোগিতা পাবে– এরকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে নবগঠিত কাস্টমার সার্ভিসেস ডিভিশন গ্রাহকদের অভিযোগ দাখিলের জন্য একটি উপযুক্ত কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিভিন্ন অনিয়ম, অনাচার, দুর্নীতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, জাল-জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন করে গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে চলেছে। তথাপি ব্যাংকিং সেবা পেতে কোনরূপ হয়রানির শিকার হলে গ্রাহকরা যাতে সরাসরি কাস্টমার সার্ভিসেস ডিভিশনে অভিযোগ দায়ের করে প্রতিকার পেতে পারে সে কারণে এ উপ বিভাগের জন্ম হয়েছে। এ উপ বিভাগে বিভিন্ন উপায়ে অভিযোগ প্রেরণ করার সুযোগ রয়েছে। যেমন- বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে (www.bb.org.bd) নির্ধারিত অভিযোগ বাক্সে অভিযোগ লিখে তা প্রেরণ করা যেতে পারে, নির্ধারিত ই-মেইল ঠিকানায় (bb.cipc@bb.org.bd) অভিযোগ প্রেরণ করা যেতে পারে। এছাড়া ডাকযোগে, ফ্যাক্সযোগে, টেলিফোনে (শর্টকোড ১৬২৩৬) ও মোবাইলে অভিযোগ প্রেরণ করার সুযোগ রয়েছে। কাস্টমার সার্ভিসেস ডিভিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মোবাইল ও ফোন নম্বর সকল ব্যাংকে পুস্তিকাকারে সরবরাহ করা হয়েছে। এসব প্রচার প্রচারণার ফলে গ্রাহকদের কাছ থেকে বহু অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সাধারণ ব্যাংকিং সংক্রান্ত অভিযোগ যেমন- আমানতের ওপর কম সুদ আরোপ, ঋণের ওপর অধিক সুদ আরোপ, চেক সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে বিলম্ব ও বিড়ম্বনা, চেক জালিয়াতি, এটিএম বুথে ডেবিট কার্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা/অভিযোগ, সিডিউল অব চার্জেস বহির্ভূত বা অতিরিক্ত চার্জ আদায়, স্থানীয় ও বৈদেশিক স্বীকৃত বিল মূল্য পরিশোধে বিলম্ব বিড়ম্বনা ইত্যাদি বিষয়ে অভিযোগ এসেছে। এসব অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যাখ্যা/মতামত নেয়া হয়ে থাকে; নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়। তবে যে অভিযোগগুলো আদালতে বিচারাধীন থাকে সে ক্ষেত্রে অভিযোগ আমলে নেয়া সম্ভব হয় না। এরপরেও এ উপ বিভাগের উদ্যোগে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে; ক্ষেত্রবিশেষে অভিযুক্ত ব্যাংক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে; এভাবে গ্রাহক স্বার্থ রক্ষার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ফলে গ্রাহকদের নিকট হতে ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে ও তাদের সন্তুষ্টি (Thanks Letter) পাওয়া গেছে।

গুরুত্বপূর্ণ নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগগুলো সাফল্যগাথা (Success Story) হিসেবে বিভাগে সংরক্ষণ করা হয়। বিভাগের রেকর্ডমতে ১৬ মার্চ, ২০১১ হতে মে, ২০১৩ পর্যন্ত বিভিন্ন মাধ্যমে সর্বমোট ৬৫২৬টি অভিযোগ পাওয়া গেছে, ৪৮৮৯টি অভিযোগ নিষ্পন্ন হয়েছে, অনিষ্পন্ন রয়েছে ১৬৩৭ টি অর্থাৎ প্রায় ৭৫% অভিযোগ নিষ্পন্ন হয়েছে। তবে গ্রাহকদের অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে গিয়ে বা নানাবিধ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সাফল্যের পাশাপাশি কিছু ব্যর্থতাও রয়েছে। ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে।

এ বিভাগে প্রাপ্ত অভিযোগগুলোর প্রকৃতি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, ব্যাংকে সংঘটিত অনিয়ম, অনাচার, ত্রুটি-বিচ্যুতির পিছনে যেমন ব্যাংকারদের অবহেলা, অনভিজ্ঞতা, অশুভ ইচ্ছা এসব কারণ রয়েছে, তেমনি গ্রাহক ও ব্যাংকারদের মধ্যে সুসম্পর্কের অভাব, তথ্য বিভ্রান্তি (Informational asymmetry/gap), প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে অনীহা, ভুল বুঝাবুঝি ইত্যাদি কারণ রয়েছে। কোন ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে তথ্য ঘাটতি বা Informational asymmetry/gap থাকলে যেমন এক পক্ষের অন্য পক্ষকে সহজে বঞ্চিত বা প্রতারণা করার সুযোগ থাকে তেমনি ব্যাংকিং সেবা বা প্রডাক্ট ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকার-কাস্টমারের মধ্যে Informational asymmetry/gap বা তথ্য বিভ্রান্তি থাকলে ব্যাংকে অনিয়ম, ত্রুটি-বিচ্যুতি, জাল-জালিয়াতি, হয়রানি করার সুযোগ থেকে যায়। তাই গণসচেতনতার জন্য ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন গণমাধ্যমে (যেমন- ওয়েব সাইট, শিক্ষা সমাবেশ, পাঠ্য পুস্তক, শর্ট ফিল্ম ইত্যাদির মাধ্যমে) ব্যাংকিং প্রডাক্টস সম্পর্কিত তথ্য প্রচার-প্রসার করে ব্যাংক ও গ্রাহকদের মধ্যে Informational gap বা তথ্য বিভ্রান্তি দূর করা সম্ভব হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অভিযোগ হ্রাস পাবে এবং ব্যাংকগুলো তথ্য বিভ্রান্তির দায় থেকে কিছুটা মুক্ত হবে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের অভিযোগ কেন্দ্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, মানব সম্পদের উন্নয়ন, অভিযোগ নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার ও নৈতিক প্ররোচনা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে ব্যাংকে অনিয়ম, ত্রুটি-বিচ্যুতি, হয়রানি হ্রাস পাবে বলে প্রত্যাশা। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ন্যায় (যেমন- রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, ব্যাংক নেগারা মালয়েশিয়া ইত্যাদি) নিম্নোক্ত কার্যব্যবস্থাদি গ্রহণ করার বিষয়ে বিবেচনা করতে পারে–

১। গ্রামীণ অল্পশিক্ষিত গ্রাহকদেরকে ব্যাংকিং সেবা বা প্রডাক্টস সম্পর্কে সচেতন করার জন্য বা ব্যাংকিং সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়ার জন্য বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে গ্রাম বা মফস্বল এলাকায় ছোট ছোট শিক্ষা সমাবেশের আয়োজন (Awareness Program) করা যেতে পারে এবং জাতীয় পত্র-পত্রিকা, টিভি চ্যানেল ও রেডিওতে নিয়মিতভাবে নিজ নিজ ব্যাংকের অভিযোগ কেন্দ্রের ফোন, ওয়েব ঠিকানা প্রচার করা যেতে পারে।

২। বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ মনিটর/ফলো-আপ করার জন্য প্রয়োজন একটি পৃথক সফটওয়্যার (কমপ্লেইন মনিটরিং সিস্টেম) যার মাধ্যমে প্রতিটি অভিযোগ ভুক্তিসহ নিষ্পন্ন ও অনিষ্পন্ন অভিযোগ, অভিযোগের তথ্যাদি সংরক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও তদারকি করা সম্ভব হবে এবং একই ব্যাংকের একই ধরনের অভিযোগ বা অনিয়মের পুনরাবৃত্তি ফলো-আপ করা বা রোধ করা সহজ হবে।

৩। গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণার্থে ভ্রাম্যমান কাস্টমার সার্ভিস চালু করা যেতে পারে।

৪। কাস্টমার সার্ভিস ডিভিশনে কাজ করার জন্য প্রয়োজন দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মবল তথা তাদের অনুপ্রেরণা ও তদারকি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কাস্টমার সার্ভিস ডিভিশন শৈশবকাল পেরিয়ে কৈশোরে পদার্পণ করেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এ ডিভিশন গ্রাহকদের নানারকম অভিযোগ নিষ্পন্ন করে তাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে ও দেশে-বিদেশে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। উপরোল্লিখিত প্রস্তাবনাসমূহ বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে এ বিভাগের সেবার মান ও পরিধি আরও উন্নত ও সম্প্রসারিত হবে তথা গ্রাহকদের আস্থা ও বিশ্বাস দৃঢ় হবে।

■ *লেখক: জেডি, এফআইসিএসডি, বাংলাদেশ ব্যাংক*

কাস্টমার সার্ভিসেস ডিভিশনের কর্মতৎপরতা

বাংলাদেশ ব্যাংকের ভাবমূর্তি উন্নয়নের জন্য আর কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়– এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তার মতামত গ্রহণ করা হয়। কর্মকর্তাগণ নিজেদের কর্মঅভিজ্ঞতার আলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন নীতির আঙ্গিকে খোলাখুলিভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। সে অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা ডেস্ক এর পক্ষ থেকে মতামতভিত্তিক এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

মোঃ লুৎফুল কবির
উপ মহাব্যবস্থাপক (পরিসংখ্যান বিভাগ)

বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক বিগত ৪ বছর ধরে প্রতি ৬ মাস পরপর বিচক্ষণ মুদ্রানীতি ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিরাজমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা, দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়সহ শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহের সন্তোষজনক উন্নয়ন, মূল্যস্ফীতির স্বস্তিদায়ক নিয়ন্ত্রণ, সার্বিক আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখাসহ নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। এই সময়ে সত্যিকার অর্থেই সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কাগজবিহীন ডিজিটাল বাংলাদেশ ব্যাংক হিসেবে দেশে-বিদেশে অনেক প্রশংসা অর্জন করেছে। নেটওয়ার্কিং, বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েব সাইট, ইন্ট্রানেট, ইডিডব্লিউ, ইআরপি(এসএপি), ই-টেন্ডারিং, ই-রিক্রুটমেন্ট, ই-লাইব্রেরি, ই-নিউজ ক্লিপিং, ইলেকট্রনিক ড্যাশ বোর্ড, ইএক্সপি অনলাইন, আমদানি, রপ্তানি, বৃহৎ ঋণ, বৈদেশিক মুদ্রা বাজার ইত্যাদি মনিটরিং করা, ট্রেজারি বিল, বন্ড লেনদেন মার্কেট, অনলাইন ব্যাংকিং, অনলাইন সিআইবি রিপোর্ট, মোবাইল ব্যাংকিং, অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ, ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ, ই-কমার্স, রেমিটেন্স ইত্যাদি সবই হচ্ছে এখন স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে। আর এই সফলতা বর্তমান গভর্নরের গতিশীল ও বিচক্ষণ নেতৃত্ব, দূরদর্শী ও সাহসী সিদ্ধান্ত, লক্ষ্য অর্জনে আত্মবিশ্বাস ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে সম্ভব হয়েছে।

এছাড়া দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য বাস্তবায়নে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন, কৃষি ঋণ, এসএমই, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন, গৃহায়ন তহবিল, সমমূলধন উন্নয়ন তহবিল, আইপিএফএফ, বিশেষায়িত ফসল চাষে ঋণ, রেয়াতি সুদে কৃষি ঋণ, বর্গা চাষিদের বিশেষ ঋণ, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প উন্নয়ন, গ্রিন ব্যাংকিং, স্কুল ব্যাংকিং, আর্থিক সেবাভুক্তি ব্যবস্থা, কৃষকসহ অসচ্ছল জনগণকে ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা ইত্যাদি কর্মসূচি, নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের এই সাফল্যে সরকার ও জনসাধারণের কাছে ব্যাংকের ভাবমূর্তি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ভাবমূর্তি আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়নের লক্ষ্যে চলমান কার্যক্রমসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা, সিবিএসপি'র মাধ্যমে আরও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করাসহ নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যায় :

১। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং আইটি অবকাঠামোর উন্নয়নে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ।

২। ঋণ মনিটরিং ব্যবস্থা আরও আধুনিকায়ন ও শক্তিশালী করা।

৩। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পুঁজিবাজার উন্নয়নে সহায়ক নীতিমালা গ্রহণ করা।

৪। ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ও ঋণ গ্রহীতা ব্যবসায়ী মহলের সমস্যা ও মতামত গ্রহণ এবং এদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি সেল প্রতিষ্ঠা করা।

৫। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদির গুণগতমান আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহকারী বিভাগসমূহকে আরও আধুনিকায়ন ও শক্তিশালী করা।

৬। বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ দেশি বিদেশি অনেক ভিআইপি'র দৈনন্দিন প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংকে আগমন ঘটে। আগতদের সুবিধার্থে ব্যাংক চত্বরে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা যায়।

চৌধুরী মোঃ ফিরোজ বিন আলম
উপ মহাব্যবস্থাপক (বিআরপিডি)

১। বাংলাদেশের আর্থিক খাতের যথাযথ শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সম্প্রতি কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে বেশ কিছু গুরুতর অনিয়ম উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই সমস্ত অনিয়ম যথাসময়ে উদ্‌ঘাটিত না হওয়ায় এবং এগুলোর বিরুদ্ধে সময়মতো যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় জনমনে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ভাবমূর্তি উন্নয়নের জন্য ব্যাংকসমূহকে আরো নিবিড় পর্যবেক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন এবং অনিয়মসমূহের জন্য ব্যাংকগুলোর বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে আরো বেশি কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে।

২। লক্ষ্য করা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রত্যক্ষ কোন সম্পৃক্ততা না থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে যে কোন ধরনের আর্থিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে জনমনে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এমএলএম কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম অথবা শেয়ার মার্কেটের কার্যক্রম এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মক্ষেত্রের আওতা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে।

৩। বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রতিদিন বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাংকের দ্বারা সংঘটিত অনিয়মের বিরুদ্ধে অজস্র অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। এসব অভিযোগপত্র গুরুত্ব সহকারে নিয়ে সেগুলোর বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং গৃহীত ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারীদের অবহিত করলে তা বাংলাদেশ ব্যাংকের ভাবমূর্তি উন্নয়নে সহায়ক হবে।

৪। জনসাধারণের অবগতির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন আর্থিক

কার্যক্রমের ওপর একটি ইলেকট্রনিক বিলবোর্ড ব্যাংকের প্রধান ভবনের ছাদে স্থাপন করা হয়েছে। এটি একটি ভাল উদ্যোগ। তবে অধিকতর ভালভাবে দৃষ্টিগোচরের স্বার্থে বিলবোর্ডটি ব্যাংক আঙ্গিনার সামনের দিকে সুবিধাজনক স্থানে স্থাপন করা যায়। প্রয়োজনে বড় টিভি স্ক্রীন স্থাপনের মাধ্যমে এই কার্যক্রম চালানো যায়। এতে করে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমসহ বিভিন্ন আর্থিক তথ্য জনসাধারণকে অবহিত করা অধিকতর সহজ হবে যেটা বাংলাদেশ ব্যাংকের ভাবমূর্তি উন্নয়নে সহায়ক হবে।

সৈয়দ নূরুল আলম
যুগ্ম পরিচালক (বিবিটিএ)

বাংলাদেশ ব্যাংকের ভাবমূর্তি উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের চাহিদা অনুযায়ী নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ করে তোলা যায়। আর এ কাজটি যখন কর্মকর্তা নিয়োগপ্রাপ্ত হন তখন করা যায়। ফাউন্ডেশন কোর্সের সময় নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নিয়ে, তিনি যে ফিল্ডে কাজ করতে আগ্রহী তাকে সে ফিল্ডে কাজ করার সুযোগ করে দিলে তিনি অচিরেই ভাল কর্মকর্তা বা বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। অন্যদিকে একজন মেধাবী, দক্ষ, কর্মঠ কর্মকর্তাকে অসামঞ্জস্য বা অনভিপ্রেত ফিল্ডে কাজ করতে দিলে তার কাজ থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়ার কথা নয়। যেমন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাল বিষয়ে, খুব ভাল রেজাল্ট করে এসে, তাকে যদি সঞ্চয়পত্র পুনর্ভরণ বা ভেরিফিকেশন এর মতো জায়গায় কাজ করতে হয়, তখন সেখানে সে কোন মেধার পরিচয় দেবে? এসব ফিল্ডে যে কেউ কাজ করবে না, এমনটি নয়। এ ফিল্ডেও কেউ হয়তো কাজ করতে ইচ্ছুক হবেন এবং তাকে কাজটি দেয়া যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিদর্শন বিভাগ বড় একটি কাজের ক্ষেত্র। এখানে যারা কাজ করেন, তারা গভর্নরের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করে থাকেন, এখানে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ পরিদর্শক দল থাকা প্রয়োজন। যারা হবেন মেধা-মননে, কৌশলে-কর্মে, কথায়-ব্যক্তিত্বে, চিন্তায়-সততায় অনন্য। এদের ওপরই নির্ভর করবে বা করে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনেকখানি ভাবমূর্তি।

সঠিক জায়গায়, সঠিক কর্মকর্তাকে নিয়োজিত করে ভাল ফল পাওয়ার অনুসৃত নীতি বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাংকে দেখতে পাওয়া যাবে। তাহলে আমাদের অসুবিধা কোথায়?

মোঃ মসিউর রহমান মাসুম
উপ ব্যবস্থাপক (পিডিও, মতিঝিল অফিস)

সরকার, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি দেশের জনসাধারণ, উন্নয়ন সহযোগী দেশগুলো ও বহির্বিশ্বের দেশগুলোর কাছে বাংলাদেশ ব্যাংকের বলিষ্ঠ ও উজ্জ্বল ভাবমূর্তি থাকা প্রয়োজন। এজন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম নেয়া যায় :

১। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পদ ও পদমর্যাদা নিয়ে যে সমস্যা রয়েছে তা অত্যন্ত দ্রুত দূর করা প্রয়োজন।

২। ব্যাংক পরিদর্শকগণ হলেন প্রধান ব্যক্তি যিনি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। পরিদর্শন ও নৈতিকতা–উভয়ক্ষেত্রে তাদেরকে যথার্থভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত।

৩। নিজের প্রায় পাঁচগুণ বেশি বেতনধারী প্রাইভেট ব্যাংকের কর্মকর্তাদের কাজের পরিদর্শনকাজ খুব ভালভাবে সম্পন্ন করা কঠিন। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তাই আর্থিক সুবিধা বাড়ানোটা জরুরি। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ইত্যাদি দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বেতন নির্ধারিত হওয়া উচিত। যতদিনে এটা সম্ভব হচ্ছেনা, ততদিনে কর্তৃপক্ষ ফ্রিঞ্জ বেনেফিট সুবিধা দিতে পারে।

৪। দেশের জনসাধারণের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলোতে এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে সেবার মান বৃদ্ধি করে ব্যাংকের ভাবমূর্তি তাদের কাছে বাড়ানো যায়।

৫। কর্মকর্তাদের জ্ঞান আহরণ অর্থাৎ তাদেরকে যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংককে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। ফলে সরকার ও সহযোগী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে নীতিনির্ধারণী ও মতবিনিময়কালে তারা চৌকষভাবে ব্যাংককে উপস্থাপন করতে পারবেন। এতে দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্বিশ্বে ব্যাংকের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হবে।

৬। ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিবহনে উন্নতমানের এসি বাস এবং মাইক্রোবাসের ব্যবস্থা করলে সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাংকের ভাবমূর্তি বাড়বে।

৭। সিবিএসপি সেলের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিধি আরও বাড়ানো উচিত।

মোঃ সাইদার রহমান
উপ ব্যবস্থাপক (বগুড়া অফিস)

ব্যাংক পরিক্রমার জুন'২০১৩ সংখ্যায় ব্যাংকের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষিতে মানবিক দায়িত্বে ব্যাংক যে ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়টি আমরা জেনেছি। মানবিকতার সেবায় মানুষ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এগিয়ে এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকও সেখানে সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আগামীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভাবমূর্তি বাড়ানোর জন্য নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় :

১। বাংলাদেশ ব্যাংকের যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং এখনো কর্মরত আছেন তাদের সম্মাননা প্রদান করা যায়।

২। অন্যান্য ব্যাংকের প্রতিভাবান ও দক্ষ ব্যাংকারদের উৎসাহ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার প্রদান করা যায়।

৩। দেশের তরুণ মেধাবীদের সৃজনশীল ও মননশীল সৃষ্টিকর্মের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার প্রদান করা যায়।

৪। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য সৃজনশীল ও মননশীল সৃষ্টিকর্মের পুরস্কার প্রদান করা যায়।

শাহ্‌রিয়ার আহ্‌মেদ
উপ পরিচালক (ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভাবমূর্তি ১৯৭২ সালে শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও খুবই ভাল আছে এবং ভবিষ্যতেও আরো ভাল হবে বলে আমি আশা রাখি। বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাবেক গভর্নরগণ এবং বর্তমান গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন যুগান্তকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশ ব্যাংক এর ভাবমূর্তি ব্যাংকের সকল কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত যা প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারাই মূলত পরিচালিত হয়। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভাবমূর্তি উন্নয়নের জন্য মূলত সার্বিক উন্নয়ন এবং এর সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উন্নয়ন করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমার মতে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় :

১। ব্যাংকের বিভিন্ন প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। যেমন- ব্যাংক এবং নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রকাশ এবং সেই পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়ন অনুযায়ী যেন ঐসকল প্রতিষ্ঠান চলতে বাধ্য থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কোন অবস্থাতেই যেন কোন প্রকার অভ্যন্তরীণ বা বহিঃচাপ এর ব্যত্যয় না করতে পারে সে ব্যবস্থা করা।

২। ব্যাংকে কর্মকর্তারা যেন কাজের ভাল পরিবেশ পায় সেদিকে খেয়াল রাখা এবং পরিবেশ যাতে উত্তরোত্তর উন্নত হয় তার ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে কিউবিক্যাল (বসার ডেস্ক) এর চলমান কাজ দ্রুত শেষ করা এবং সকলের জন্য কিউবিক্যাল বরাদ্দকরণ, শীতাতপ ব্যবস্থা সর্বদা ঠিক রাখা যা বিভিন্ন ফ্লোর এ দীর্ঘদিন যাবৎ ঠিকমত কাজ করছে না, সকলের জন্য ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কম্পিউটার বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

৩। বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রায় প্রতি বছর কখনো একধাপে আবার কখনো দুইধাপে সহকারী পরিচালক এবং সমপদমর্যাদার কর্মকর্তা নিয়োগ করা হচ্ছে। বছরভেদে ৫০ হাজার থেকে ৭০ হাজার প্রার্থী থেকে ১০০ অথবা ২০০ জন কর্মকর্তা কঠোর এমসিকিউ টেস্ট, লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা এবং পরবর্তীতে পুলিশ ভেরিফিকেশনের পরে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এরপর তারা নিবিড় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকে হাতে কলমে প্রশিক্ষিত হয়ে কাজে যোগদান করেন। কিন্তু পরবর্তীতে অধিক বেতনভাতার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকে অথবা অধিক ক্ষমতায়নের জন্য বিসিএস এ অনেক কর্মকর্তা চলে যাচ্ছেন। এই কর্মকর্তাদের ধরে রাখতে হলে বেতন ও অন্যান্য ভাতা বৃদ্ধি করা যায়।

৪। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান এর রেগুলেটর বডি হিসেবে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের বেতন কাঠামো অনেক দুর্বল বিধায় অনেক সময় তারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আদেশ নির্দেশ মানতে চায় না। বেতন কাঠামো দুর্বল হওয়ার কারণে প্রলোভন দেখিয়ে অসৎ কাজ করার জন্য কর্মকর্তাদের প্ররোচিত করতে চেষ্টা করে। তাই বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় উন্নত এবং উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ন্যায় আলাদা বেতন কাঠামো হওয়া প্রয়োজন।

৫। অফিসে আসা যাওয়ার জন্য উন্নতমানের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস বা মাইক্রোবাস সার্ভিস চালু করা। কারণ অফিসে আসার সময় পথেই কর্মকর্তাদের কর্মশক্তির অনেকটা শেষ হয়ে যায়। কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য পৃথক বাস সার্ভিস চালু করা।

৬। বাংলাদেশ ব্যাংকের বাহিরগেটের পাশে সেনা কল্যাণ সংস্থার গেটের কাছে খুচরা নতুন টাকা বিক্রি বন্ধ করার ব্যবস্থা নেয়া।

মোঃ বায়েজিদ সরকার
উপ পরিচালক (বিআরপিডি)

বাংলাদেশ ব্যাংকের বেশ কয়েকটি কার্যক্রম সাম্প্রতিককালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা সহায়ক উৎপাদনমুখী ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং financial inclusion বা আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসব ইতিবাচক কার্যক্রমকে মানবীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং [humanitarian central banking] হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এর ভাবমূর্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রথমত এর কার্যকর স্বায়ত্তশাসন [operational and management independence] এবং দ্বিতীয়ত এর সমন্বিত মানব সম্পদ উন্নয়ন এ দু'টি বিষয়ই জরুরি। প্রথম বিষয়টির বাস্তবায়ন বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে হলেও দ্বিতীয় বিষয়টির উন্নয়ন অনেকাংশে নিজেদের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করে। বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যেই তার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ ও ডিগ্রি অর্জনের বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য হলো বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের প্রধানতম প্রতিষ্ঠান যেখানে সর্বাধিক সংখ্যক অর্থনীতিবিদ বা অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর ওপর অভিজ্ঞ লোকজন কাজ করেন। মৌলিক অর্থনৈতিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত এই বিশাল সংখ্যক কর্মকর্তা শুধুমাত্র কাজ করেই চলেছেন। তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাগুলোকে আরও বিকশিত করার সুযোগ সীমিত। আর বিকশিত করার লক্ষ্যে (১) মধ্য সারির কর্মকর্তাগণের উচ্চতর ব্যাংকিং জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য Bankers' Staff College প্রতিষ্ঠা এবং (২) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের উদ্যোগে একটি প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা ও তার প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা খুবই জরুরি। Bankers' Platform for Economic & Business Dialogue বা অন্য যে নামেই হোক মূল প্ল্যাটফর্মের অধীনে প্রাথমিকভাবে (i) Economic Policy Analysis Club, (ii) Accounting Standard Analysis Club (iii) Financial Product Analysis Club এবং (iv) International Banking Policy Analysis Club নামে চারটি দক্ষতা উন্নয়ন সহযোগী প্ল্যাটফর্ম থাকা আবশ্যক। প্রস্তাবিত প্ল্যাটফর্ম সম্ভব হলে প্রতি মাসে নতুবা দ্বিমাসিক ভিত্তিতে একটি করে সেমিনার আয়োজন করবে। সেমিনারের বিষয়বস্তু হিসেবে সাম্প্রতিক/সম্ভাব্য অর্থ ও বাণিজ্য বিষয়ক জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী থেকে বেছে নিয়ে তার অরাজনৈতিক বিশ্লেষণ করা যায়। প্রতিটি সেমিনারে দেশের প্রথম সারির তথা প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ ও বাণিজ্য বিষয়াবলীর বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি, অংশগ্রহণ ও অবদান নিশ্চিতকরণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা পর্যন্ত সকলকেই সচেষ্ট থাকার প্রয়োজন পড়বে। প্রস্তাবিত প্ল্যাটফর্ম ও এর মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত মানের সেমিনার আয়োজনের ফলে যা যা অর্জন হতে পারে:

১। কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিধি বৃদ্ধি পাবে;

২। কেন্দ্রীয় ব্যাংক জনগণ, জনমত ও জনআকাঙ্ক্ষার আরও

কাছাকাছি আসার সুযোগ পাবে;

৩। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার গৃহীত ও গৃহীতব্য নীতিমালার বিষয়ে অধিকতর দায়িত্বশীল হওয়ার সুযোগ পাবে;

৪। সর্বোপরি সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ/প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিষয়ে বিদ্যমান নেতিবাচক মনোভাব [যদি থাকে] ধীরে ধীরে প্রশমিত হবে।

আলোচ্য উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে শুধুমাত্র ভাবমূর্তি উন্নয়নই নয়, এর পাশাপাশি কর্মকর্তাদের দক্ষতা আরও বিকশিত হবে। তবে কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের সাথে কর্মতুষ্টির [job satisfaction] বিষয়টিও গভীরভাবে সম্পৃক্ত। বর্তমান প্রেক্ষাপটে (১) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনায় একটি মানসম্পন্ন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ব্যবস্থা; (২) একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তে কর্মকর্তাদের জন্য অবচয়ন কিস্তিতে মোটর কার লোনের ব্যবস্থা এবং (৩) বাংলাদেশ ব্যাংক হাউজিং সোসাইটি চালুর উদ্যোগ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মতুষ্টিসহ তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করবে যা প্রকারান্তরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভাবমূর্তি উন্নয়নে অবদান রাখবে। বর্ণিত বিষয়াদি বাস্তবায়নযোগ্য এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভাবমূর্তি উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা যা থেকে synergy effect-সহ বহুমাত্রিক ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া সম্ভব। তবে দীর্ঘমেয়াদে ফলাফল প্রাপ্তব্য এসব ব্যবস্থার পাশাপাশি বাস্তবায়নযোগ্য স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে (১) আর্থিক সংকট ব্যবস্থাপনা [financial crisis simulation] এর ওপর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং (২) কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ও গৃহীতব্য নীতিমালার বিষয়ে সচেতন মহল, নীতিমালার ব্যবহারকারী এবং এর উপকারভোগীদের মতামত জরিপের [প্রয়োজনে সতর্কতার সাথে 'ব্যাংকিং গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা' প্রবর্তনসহ] ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভাবমূর্তি উন্নয়নে বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ওপর অধিকতর কার্যকরী সুপারভিশন বহাল করার জন্য কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়– এ বিষয়ে আপনার মতামত আহ্বান করা যাচ্ছে। মতামত পাঠাবার ঠিকানা:
bank.parikroma@bb.org.bd

... যাঁরা চলে গেলেন

মোঃ শাহজাহান খান
সাবেক জেএম (মতিঝিল অফিস)

জন্ম তারিখ : ১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬
ব্যাংকে যোগদান : ১৪ অক্টোবর ১৯৮৩
মৃত্যু : ৫ জুলাই ২০১৩

মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম
সাবেক ডিএম (মতিঝিল অফিস)

জন্ম তারিখ : ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭
ব্যাংকে যোগদান : ৫ এপ্রিল ১৯৮৭
মৃত্যু : ৭ জুলাই ২০১৩

স্মৃতিময় দিনগুলো

(২য় পৃষ্ঠার পর)

মোঃ মোসাদ্দেক আলী বিশ্বাস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের দীর্ঘ কর্মজীবন শেষে অবসরের পর আর নতুন কোন কাজের সাথে যুক্ত হতে মন চায়নি। বর্তমানে আমি বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থেকে সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছি। আমার দুই সন্তান। বড়টি মেয়ে - বিবিএ পড়ছে। ছোটটি ছেলে-এইচএসসি পড়ছে। আমার স্ত্রী গৃহিণী। স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়েই আমার সংসার।

অফিসের দায়িত্বের বাইরে আপনারা অন্যান্য সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন কি ?

কাজী শহীদুল আলম ঃ চাকরির পাশাপাশি আমি খুলনা অফিসের বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। সে সময়কার একটি ঘটনার কথা আজও মনে পড়ে। বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের সাথে আমি তখন যুক্ত ছিলাম। খুলনা অফিসের উপ পরিচালক মোঃ মহিনুল ইসলাম দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হলেন। সে সময় খুলনা অফিসের সকলের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মোঃ মোসাদ্দেক আলী বিশ্বাস ঃ আমি বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব খুলনার সহ সভাপতি ছিলাম। সে সময় আমি খুলনা অফিসের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। খুলনা অফিসের ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের সেক্রেটারি হিসেবে আমি দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছি। এছাড়াও আমি বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজের সাথে যুক্ত ছিলাম। ক্যান্সারে আক্রান্ত মহিনুলের চিকিৎসার ব্যবস্থার পাশাপাশি মহিনুলের মৃত্যুর পর তার মেয়েকে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সহায়তায় এমবিবিএস করানো হয়েছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু বলুন।

কাজী শহীদুল আলম ঃ বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকে বিভিন্ন নতুন ধরনের কাজ হচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সাথে তাল মিলিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকেও শুরু হয়েছে ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে- আমি এই আশাবাদ ব্যক্ত করি।

মোঃ মোসাদ্দেক আলী বিশ্বাস ঃ চাকরি জীবনের একটি বড় সময় আমি আগাম শাখায় কাজ করেছি। হাতে কলমে Interest Calculation করেছি, লেজারে পোস্টিং দিয়েছি। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অটোমেশন হয়েছে। এ ধরনের কাজ কম্পিউটারের বিভিন্ন সফটওয়্যারের মাধ্যমে সহজেই সঠিকভাবে করা যায়। তা জেনে সত্যিই আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্ববোধ করি।

ব্যাংকের তরুণ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

কাজী শহীদুল আলম ঃ তরুণ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই-কাজ করতে হবে আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে। সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

মোঃ মোসাদ্দেক আলী বিশ্বাস ঃ দেশকে সেবা দেয়ার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। অফিসের কাজের প্রতি একনিষ্ঠ থাকতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার পক্ষ হতে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ব্যাংক পরিক্রমা টীমের সকল সদস্যের প্রতি রইল আমাদের অসীম শুভকামনা এবং ঈদের আগাম শুভেচ্ছা।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

দ্বিতীয় পর্ব

আদিম সমাজ

পৃথিবীতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কীভাবে শুরু হলো

চাহিদা

সাধারণভাবে কোন কিছু চাওয়াকেই চাহিদা বলা হয়। আমি একটি কম্পিউটার চাই। এভাবে কেবল চাইলেই চাহিদা হবে না। আমি কম্পিউটার চাই, দামি গাড়ি চাই, বিশ্বভ্রমণ করতে চাই, হাতি চাই, ঘোড়া চাই; কিন্তু আমার কাছে এগুলো কেনার মতো টাকা নেই। তাহলে চাহিদা হবে না। কিন্তু এগুলো কেনার মতো টাকা যদি আমার থাকে এবং এ জিনিস কেনার জন্যে টাকা খরচ করার ইচ্ছে থাকে তাহলেই এটাকে চাহিদা বলা যাবে।

পণ্য বিনিময় শুরু

আদিমকালে যখন কৃষিকাজ শুরু হলো তখন সবাই নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদন শুরু করলো। কিন্তু একজন মানুষের পক্ষে তো সব জিনিস বানানো বা উৎপাদন করা সম্ভব নয়। ধরা যাক, জ্যোৎস্না তার বাড়ির আশেপাশে কলাগাছ আর লাউ চাষ করেছে। এখন কলা আর লাউ খেয়ে খেয়ে সে হাঁফিয়ে উঠেছে। এক জিনিস আর কত খাওয়া যায়! এদিকে পাশের বাড়ির বুলবুল নদী থেকে প্রতিদিন মাছ ধরে আনে। বুলবুলও মাছ খেতে খেতে ক্লান্ত। এখন বুলবুলের কলা খেতে ইচ্ছে হলো। অন্যদিকে জ্যোৎস্নারও ইচ্ছে করছে মাছ খেতে। সুতরাং কোন সমস্যা নেই। দু'জন কথাবার্তা বলে কলার বদলে মাছ, আর মাছের বদলে কলা নিয়ে নিলেই হলো। এভাবেই সেকালে শুরু হয়ে গেল পণ্য বিনিময়। কলার বদলে মাছ, চালের বদলে লবণ, আমের বদলে ডাল।

পণ্য বিনিময়ের অসুবিধা

পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে সমাজে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গেল। কিন্তু পণ্য বিনিময় করতে গিয়ে অনেকেই নানা অসুবিধায় পড়তে শুরু করলো। যেমন গফুর মিয়ার অনেকগুলো গরু আছে, তার কলা খেতে ইচ্ছে করলো। এখন এক কাঁদি কলার বিনিময়ে একটা গরু তো দেয়া যাবে না। আবার গরুর একটা পা কেটে দেয়ারও উপায় নেই। তাহলে গফুর মিয়া কলা পাবে কীভাবে? জ্যোৎস্না তো তাকে কোন কিছুর বিনিময় ছাড়া কলা দেবে না। অন্যদিকে গোপাল পড়েছে অন্য ঝামেলায়। তার কাছে অনেক অনেক কাপড় আছে। সে কাপড় নিয়ে জ্যোৎস্নার কাছে এসেছে কলা নিতে। কিন্তু জ্যোৎস্নার তো কাপড় দরকার নেই। তাই সে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে ওর দরকার হলো লবণ। ওকে কেউ লবণ দিলেই কেবল সে কলা দিবে, নইলে দেবে না। এখন গোপাল লবণ পাবে কোথায়। অনেক খুঁজে খুঁজে গোপাল বের করলো যে জর্জ এর কাছে লবণ আছে। জর্জ এর কলাও দরকার নেই, কাপড়ও দরকার নেই। ওর দরকার হলো হাতি। এখন ওরা কেউ নিজ নিজ চাহিদা অনুসারে পণ্য বিনিময় করতে পারছে না।

সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য পণ্য

পণ্য বিনিময়ের এই পর্যায়ে সবাই নিজের পণ্যের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় অন্য পণ্য গ্রহণ করতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হতে লাগলো। এ পর্যায়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালু হলো সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য পণ্য। এক্ষেত্রে পণ্য বিনিময়ের জন্যে সবাইকে এমন একটা পণ্যের উপর নির্ভর করতে হলো যা সবাই গ্রহণ করতে চায়। যেমন ধরা যাক চালের কথা। যেসব দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত তারা সবাই চাল নিতে আগ্রহী হয়। সেজন্যে ঐসব দেশে চালকে যদি বিনিময়ের মাধ্যম করা হয় তাহলে পণ্য বিনিময়ের সমস্যা অনেকটা কমে আসে। এক্ষেত্রে গোপাল কাপড় নিয়ে যাবে আবদুল্লাহর কাছে। তাকে কাপড় দিয়ে চাল নিয়ে আসবে সে। এবার চাল নিয়ে সে যাবে জ্যোৎস্নার কাছে এবং চালের বিনিময়ে কলা নিবে। তাহলেই তার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

নানা দেশের নানা টাকা

টাকা আবিষ্কারের আগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা রকম অদ্ভুত সব বস্তু টাকা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। যেমন প্রাচীন ভারতে লোকেরা কড়িকেই টাকা বলে গ্রহণ করেছিল। কড়ি হচ্ছে সাগরের তীরে কুড়িয়ে পাওয়া এক ধরনের ঝিনুক। ইন্ডিয়ান সাগরের সামোস দ্বীপের মানুষেরা মাদুরকে টাকা বলে জানত। কোনো কোনো দেশে পাথরের চাকতি, পাখির পালক এগুলোকেও টাকা বানানো হয়। ফিজি দ্বীপের মানুষেরা তিমি মাছের দাঁত দিয়ে টাকার কাজ চালাত। আবার রোমান সৈন্যদের বেতন দেওয়া হতো লবণ দিয়ে। লাতিন শব্দ স্যালারিয়াস মানে হলো লবণ। তাই তো স্যালারিয়াস শব্দ থেকে এসেছে স্যালারি শব্দটি; স্যালারি মানে বেতন। আবিসিনিয়া এবং চীনের কোনো কোনো এলাকায়ও লবণকে টাকা হিসেবে গণ্য করা হতো। সেখানে একজন দাস কিনতে হলে লোকটির সমান ওজনের লবণ দিতে হতো। আজ আমরা ভাবতেও পারিনা সেকথা! একজন মানুষ বাজারে গেল দাস কিনতে, তখন এক পাল্লায় দাস আর এক পাল্লায় লবণ মেপে দাসের বিক্রেতা দাস দিয়ে দিল! কেমন আশ্চর্য লাগে, তাই না!

দক্ষিণ আমেরিকার সান্তাক্রুজে হামিং বার্ড নামক পাখির পালক দিয়ে কেনাবেচা হতো। টাকা হিসেবে পাখির পালক অনেকটা হালকা ছিল। এ ধরনের পালক জোগাড় করা কিছুটা কঠিন হলেও এগুলো রাখা বা বহন করা সহজ ছিল। আঠার ও উনিশ শতকের গোড়ার দিকে নিউগিনিতে কুড়াল, তামাকগাছের ডালপালা, শূকরসহ অন্যান্য পশুর দাঁত ও দাঁতের মালা এবং ঝিনুক টাকা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সলোমন দ্বীপে শামুক ও ঝিনুকের খোলস আর মধুপায়ী পাখির পালক এ কাজে ব্যবহৃত হতো। ফিজি নামক দ্বীপদেশে তিমিমাছের দাঁতকে টাকা হিসেবে গণ্য করা হতো। বাঘের গলা এবং টিনের তৈরি টুপিকে টাকা হিসেবে ব্যবহার করত থাইল্যান্ডের লোকেরা। থাইল্যান্ডের তখনকার নাম ছিল শ্যামদেশ। আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ তামা আর রূপা মিশিয়ে বানানো হাতের বালাকে টাকা হিসেবে ব্যবহার করত। শামুক আর ঝিনুকের খোলসগুলো ফিতার মতো করে কেটে কেটে লম্বা ফিতা বানাত উত্তর আমেরিকার লোকেরা; আর ফিতাকেই তারা টাকা হিসেবে ব্যবহার করত।

আফ্রিকার কোন কোন দেশ, বিশেষত নাইজেরিয়ায় হাতের বালাকে টাকা হিসেবে ব্যবহার করা হতো। সে সময় দাসেরা এসব বালা হাতে লাগাত। বালাগুলো বড় আকারের হলে তাকে কিং এবং মাঝারি বা ছোট আকারের হলে সেগুলোকে কুইন বা প্রিন্স বলা হতো। পরে নাইজেরীয় সরকার এসব বালার ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেয় এবং ধাতুর তৈরি এসব বালা বিদেশে রফতানি করে দেয়।

এক ধরনের সামুদ্রিক প্রাণীর খোলসকে বলা হয় কড়ি। গ্রামের লোকেরা অবসর সময়ে কড়ি দিয়ে নানা খেলা করে থাকে। আবার কড়িকে তাবিজ হিসেবেও কেউ কেউ কোমরে বা বাহুতে ধারণ করে। আবার মেয়েদের পোশাকে বা মাথার সাজ-সামগ্রীতে এখনও কড়ির ব্যবহার দেখা যায়। এই কড়িকেই এক সময় টাকা হিসেবে ব্যবহার করত ভারতবর্ষ, চীন ও মিশরের লোকেরা। আমেরিকার অধীন

অনেকগুলো দেশের লোহার পেরেককে টাকা হিসেবে ব্যবহার করত। এককালে কানাডা ও ফ্রান্সে তাসকেও টাকা বলে বিবেচনা কর হতো।

প্রশান্ত মহাসাগরের ইয়াপ দ্বীপে পাথরের চাকা মাঝখানে ফুটো করা হতো। তারপর এর ভেতর দিয়ে লাঠি ঢুকিয়ে এক বা দুজন লোক কাঁধে করে এই টাকা বাজারে নিয়ে যেত। হয়তো সেখানে একটা মাছ কিনতে বাজারে যেতে হলো ইয়া বড় পাথরের চাকা কাঁধে করে। আর সোনার টুকরা ইত্যাদি কিনতে গেলে তো কথাই নেই। হয়তো কয়েকজন লোক বেশ কতগুলো চাকা কাঁধে করে ঘামতে ঘামতে বাজারে গিয়ে হাজির হলো। যাদের যত বেশি চাকা ছিল সে তত বেশি ধনী বলে গণ্য হতো। এমনকি কোন লোক কত ধনী তা মানুষকে জানানোর জন্য বাড়ির সামনে অনেকগুলো পাথরের চাকা ফেলে রাখত। মানুষের ধনের পরিমাণ অন্যদের জানিয়ে তৃপ্তি বোধ করার প্রবণতা পরেও দেখা যায়। যেমন, যাদের ঘরে এক হাজার টাকা থাকত তারা বংশগতভাবে নামের সঙ্গে হাজারি শব্দটা ব্যবহার করতেন। নামের শেষে হাজারি থাকার অর্থ হলো এদের ঘরে কমপক্ষে এক হাজার টাকা আছে। আবার কারও কাছে এক লক্ষ টাকা হলে তিনি বাড়ির সামনের উঁচু গাছের মগডালে রাতের বেলা বাতি জ্বালিয়ে রাখতেন। এ ধরনের বাতির নাম ছিল লাখের বাতি।

বহু দ্বীপের দেশ ইন্দোনেশিয়া। এর একটি দ্বীপের নাম বোর্নিও। তারা মানুষের মাথার খুলিকেই টাকা বানিয়ে ফেলল। উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানরা শামুক আর ঝিনুকের খোলসকে ফিতার মতো করে কেটে এক ধরনের বেল্ট বানাত। এই বেল্টই ছিল তাদের টাকা। নাইজেরিয়ায় হাতে পরার বালাকে টাকা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বহু বছর।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নারকেলকে টাকা ভাবা হতো। অন্যদিকে তিব্বত আর চীনের কোনো এলাকায় চায়ের পাতার পুঁটলিকেই টাকা হিসেবে ব্যবহার করা হতো। অবশ্য এসব পুঁটলিতে সরকারি সিল থাকত। পৃথিবীর আরও অনেক দেশে নানা রকম বিচিত্র সব মজার মজার জিনিসকে টাকা বলে মনে করা হতো। আসলে মানুষ যদি একটা শুকনো কাঠের টুকরাকেও মনে করে যে এটা টাকা, তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই। সবাই যদি কাঠের টুকরোর বিনিময়ে জিনিস দিতে রাজি থাকে তাহলেই হলো। টাকা হিসেবে কোনো জিনিসকে তখনই ব্যবহার করা যেত, যখন সবাই ওই জিনিসটাকে টাকা বলে গণ্য করত এবং তার বিনিময়ে নিজের মূল্যবান জিনিসটা দিয়ে দিত। প্রাচীন ভারতবর্ষে কড়ি ছাড়াও কোনো কোনো এলাকায় গরু দিয়ে বেচাকেনা করা হতো। পশুচারণকারী বৈদিক সভ্যতার যুগে গাভিকে টাকা হিসেবে ব্যবহার করার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগবেদের এক শ্লোকে বলা হয়েছে যে, বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত দেবরাজ ইন্দ্রের একটি প্রতিমূর্তির দাম ধরা হয়েছিল দশটি গাভি।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

প্রশ্ন ঃ টাকায় লেখা থাকে 'চাহিবামাত্র ইহার বাহককে পাঁচশত টাকা দিতে বাধ্য থাকিবে'– কথাটির মানে কী? এই কথা দিয়ে কী বুঝা যায়?

– শাহ সিকান্দার বিন নাসির (অধিপ)
স্ট্যান্ডার্ড ফোর, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল এন্ড কলেজ
মাতা: সাঈদা খানম, ডিজিএম, ডিসিপি, প্রধান কার্যালয়

এ কথাটার অর্থ বুঝতে হলে তোমাকে একটু জানতে হবে টাকা কী কী কাজে ব্যবহার করা হয়। আমরা সবাই জানি টাকা দিয়ে (১) জিনিসপত্র কেনা যায় বা ধার-দেনা পরিশোধ করা যায়, ইংরেজিতে যাকে বলে Medium of Exchange; (২) Unit of account পরিমাপের একক অর্থাৎ টাকার মাধ্যমে আমরা পার্থক্য করতে পারি কোন জিনিসের দাম কত অথবা কার কতটুকু সম্পদ আছে; (৩) Store of value অর্থাৎ আমরা যদি টাকাকে খরচ না করে জমা রাখি কোনো ব্যাংকে, মাটির ব্যাংকে বা বিছানার নিচে এবং কিছুদিন পরে যদি সেগুলো খরচ করতে যাই তাহলে সে টাকাই পাওয়া যাবে। এর মূল্য কমে যাবেনা যদি না আমরা মূল্যস্ফীতি বা সুদের হার এগুলোকে বিবেচনা করি অথবা ইঁদুর, তেলাপোকা টাকা খেয়ে নষ্ট না করে ফেলে।

এখন মনে করো, যদি টাকা বা কাগজের নোট বা ডলার অথবা কয়েন না থাকত, তাহলে কী হতো? অনেক অনেকদিন আগে ঠিক এ অবস্থাই ছিল। তখন মানুষ জিনিসপত্র কি দিয়ে বেচাকেনা করত জান? সোনা, রূপা, চাল, ফল, বড় পাথর, দামি পাথর, বালি, সিগারেট ইত্যাদি দিয়ে সে সময়ে জিনিসপত্র কিনতে হতো। ধরো সে সময়ে কারো বইখাতা প্রয়োজন। তখন সে সোনা, রূপা বা বড় পাথর ইত্যাদি নিয়ে বাজারে যেত এবং এগুলোর বিনিময়ে যার কাছে বই-খাতা আছে তার কাছ থেকে সেগুলো কিনতো। কিন্তু এভাবে অনেক সমস্যা হচ্ছিল। কারণ বাজারে যার কাছে বই-খাতা আছে তার হয়তো অন্য কিছু দরকার, বড় দামি পাথর বা সোনা তার প্রয়োজন নেই। তার হয়তো প্রয়োজন চাল ও ডাল। এ সমস্ত সমস্যার কারণে ঐ সিস্টেম যেটাকে বার্টার সিস্টেম বলা হতো সেটা বাতিল হয়ে টাকা বা কাগজের মুদ্রা চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই।

এখন তুমি যে প্রশ্নটা করেছ সে প্রসঙ্গে আসি। যখন কাগজী মুদ্রা বা টাকা চালু হলো তখন প্রশ্ন উঠল, কে এটা প্রচলনের দায়িত্ব নেবে? যদি গুরুত্বপূর্ণ কেউ এটার দায়িত্ব না নেয় তখন তো সবাই যে যার মত টাকা ছাপিয়ে তার ওপরে একটা নম্বর বসিয়ে দিয়ে বাজারে চলে যাবে জিনিসপত্র কিনতে। তাহলে সেটা একটা সাংঘাতিক সমস্যা হবে তাই না? কারণ বাজারে লোকজন তখন কার টাকা নেবে? তোমার ১০০ টাকা নাকি আমার ১০০ টাকা? সে জন্য প্রত্যেক দেশের সরকার সাধারণত সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দায়িত্ব দেয় টাকা প্রচলনের। যেমন বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ ব্যাংককে দায়িত্ব দিয়েছে টাকা প্রচলনের এবং আইনগতভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের পক্ষ হয়ে যার কাছে আসল টাকা আছে তার বাহককে সে টাকার বিনিময় মূল্য দেয় যাতে টাকার মূল্য নিয়ে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়। অর্থাৎ চাহিবামাত্র ইহার বাহককে ৫০০ টাকা দিতে বাধ্য থাকিবে– এই কথার অর্থ হচ্ছে, ৫০০ টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের হয়ে তাকে দিবে এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক এ নোটের মূল্য যে আসলেই ৫০০ টাকা তার গ্যারান্টি দিচ্ছে। যাতে সবাই এ নোটটিকে ৫০০ টাকার সমপরিমাণ বিনিময় মূল্য দিতে রাজি থাকে এবং সবাই এ নোটটিকে ৫০০ টাকা হিসেবেই গ্রহণ করে। এভাবেই সকল নোট এবং কয়েন সব দেশে কোন রকম সমস্যা ছাড়াই চালু রয়েছে। তোমাকে আবারও ধন্যবাদ এমন একটি কঠিন এবং সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য।

উত্তর দিয়েছেন– ড. সায়েরা ইউনুস, ডিজিএম
চীফ ইকোনোমিস্ট ইউনিট, প্রধান কার্যালয়

ছোট্ট বন্ধুরা! বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংকিং ও অর্থনীতির যে কোন বিষয়ে তোমরা প্রশ্ন পাঠাতে পার এই ঠিকানায়– মহাব্যবস্থাপক, ডিসিপি, প্র.কা. অথবা ই-মেইল bank.parikroma@bb.org.bd

শিল্পী মুর্তজা বশীরের অনন্য শিল্পকর্ম

টাকার ক্রমবিকাশ

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান ভবনের ব্যাংকিং হলে প্রবেশ করতেই যে ম্যুরাল বা দেয়ালচিত্র চোখকে আকৃষ্ট করে, মনকে মোহাবিষ্ট করে সেটি প্রথিতযশা শিল্পী মুর্তজা বশীরের সৃষ্ট ম্যুরাল 'টাকার ক্রমবিকাশ'।

মিশ্র রঙে ১৯৬৮ সালে তৈরি করা এই ম্যুরালটি দৈর্ঘ্যে ১০৭ ফুট ও প্রস্থে ৭ ফুট। এই ম্যুরালে শিল্পী মুর্তজা বশীর টাকার ক্রমবিকাশকে চিত্রের মাধ্যমে নান্দনিকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। টাকার উৎপত্তির গল্প তিনি চিত্রে শুরু করেছেন ৫০০০ বছর আগে থেকে যখন দ্রব্য বিনিময় প্রথা চালু ছিল। এই উপমহাদেশে সবচেয়ে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া যায় সেখানে ব্যাপকভাবে গরু বা গৃহপালিত পশুর ছবি ব্যবহৃত হয়েছে যা বিনিময় প্রথার মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। এ ধরনের পশুর বিনিময়ে সাধারণত শস্য, অস্ত্র, গহনা বা কুমারী কন্যাদের কিনতে পাওয়া যেত। এই ম্যুরালে যে ফিগারগুলো অঙ্কিত হয়েছে সেগুলো হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর প্রাচীন নিদর্শন থেকে পাওয়া। এরপর মধ্যযুগে মানুষ বিনিময় প্রথা হিসেবে স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান পাথরকে বেছে নেয়। ম্যুরালে শিল্পী মুর্তজা বশীর সেটাই দেখিয়েছেন।

পরবর্তীতে উপমহাদেশে রূপা বা তামার পাতলা শীট কেটে তার ওপর বিভিন্ন ধরনের প্রতীক ছাপ দিয়ে মুদ্রা তৈরি শুরু হয়। এভাবে এই অঞ্চলে মুদ্রার প্রচলন ঘটে। গুপ্ত বংশের রাজা কনিষ্ক ও সমুদ্র গুপ্ত এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সমুদ্র গুপ্ত সঙ্গীত ভালোবাসতেন। তার প্রচলিত মুদ্রায় সেটা স্পষ্ট। অন্যদিকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে মুসলমানরা যখন সিন্ধু বিজয় করে তখন থেকে মুদ্রায় 'কালিমা (আরবি হরফ)' ব্যবহৃত হতে থাকে। মুর্তজা বশীর তার ম্যুরালে মুদ্রার নকশা পরিবর্তনে মুসলমানদের অবদানের কথা স্মরণ করেছেন।

বাংলাদেশে অবস্থিত যে সব প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে ময়নামতি অন্যতম। ময়নামতি থেকে প্রাপ্ত ত্রিরত্নের প্রতীক সম্বলিত মুদ্রা, এ দেশে পর্যটক ইবনে বতুতার আগমন ও রাজশাহীর পাহাড়পুরের প্রাচীন নিদর্শন শিল্পীর ম্যুরালে এসেছে। সুলতানি আমলে তামা ও পিতলের তৈরি মুদ্রার প্রচলন ঘটে। Calligraphy এর ব্যবহার ও নকশার জন্য ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের সময়ের মুদ্রাগুলো অনন্য হয়ে আছে। শেরশাহ স্বর্ণ, রৌপ্য, তামার মুদ্রার ওজনে পরিবর্তন আনেন এবং এই মুদ্রাগুলোতে আরবি হরফের ব্যবহার লক্ষণীয়। শিল্পী মুর্তজা বশীর এ পরিবর্তনকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

পরবর্তী মুঘল আমলে প্রচলিত মুদ্রায় এ দেশের শিল্প ও স্থাপত্য প্রাধান্য পেতে থাকে। সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহানের সময়ের মুদ্রাগুলো ঐ যুগের সাক্ষ্য বহন করে আছে। যেমন 'দ্বীন-ই-ইলাহী' ধর্মের প্রচারক আকবরের সময় প্রচলিত ছিল 'ইলাহী মুদ্রা'। জাহাঙ্গীরের সময়ে তার প্রতিকৃতি অঙ্কিত ছিল মুদ্রায়। তবে সম্রাট শাহজাহানের সময় প্রচলিত মুদ্রা ছিল সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় যেখানে 'কালিমা (আরবি হরফ)' ছিল মুখ্য। শিল্পীর ম্যুরালে মুঘল যুগের মুদ্রার পরিবর্তন শৈল্পিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

এরপর শিল্পী তার ম্যুরালে দেখিয়েছেন এ দেশে বৃটিশ আমলে বৃটেনের রাজা-রানির প্রতিকৃতি সম্বলিত মুদ্রা প্রচলন। সবশেষের অংশে শিল্পী বশীর একটি উদীয়মান সূর্যকে নিয়ে এসেছেন। এখানে উদীয়মান

(৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

শিল্পকর্মে মগ্ন মুর্তজা বশীর

১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ হতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। চিত্রকলায় উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য ইতালির ফ্লোরেন্সে গমন করেন এবং ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ফ্রেসকো বিষয়ে অধ্যয়ন করেন একাডেমিয়া ডিব্যালে আর্ট ফ্লোরেন্সে ও মোজাইক শেখেন প্যারিসের ইকোল ন্যাশনাল সুপ্যরিয়র দ্যা বুয়েকস আর্টসে। এছাড়া ১৯৭২ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ছাপচিত্র বিষয়ে শেখেন একাডেমিয়া গয়েটজে। বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীদের অন্যতম বশীর ১৯৭৩ সালে ফ্রান্সে চিত্রকর্ম উৎসবে প্রিক্স ন্যাশনাল পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৮০ সালে চারুকলায় অবদানের জন্য পান একুশে পদক। ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। চিত্রশিল্পী ছাড়াও একাধারে লেখক, ধারাভাষ্যকার, ভ্রমণপিপাসু, চলচ্চিত্র নির্দেশক ও অভিনেতাসহ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মুর্তজা বশীর। তিনি ধাতব মুদ্রার বিষয়ে গবেষণা করেছেন এবং এ বিষয়ে তার পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।